মানবাত্মার পরিণাম।

শ্রীকানাই লাল নাগ প্রণীত।

কলিকাতা।

নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, আর্টিষ্ট প্রেসে

শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

ও

প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮১৫।

মানব আত্মার পরিণাম।

যে দুরূহ ও কঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অতি জ্ঞানী ব্যক্তিও সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন, আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তির সেইরূপ কঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমার তাদৃশী শক্তি না থাকিলে, সেই মহান্ উচ্চ দুরূহ বিষয় আলোচনা করিতে আমার সেই-রূপ জ্ঞান বুদ্ধি না থাকিলেও, সেই বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত হইলেও আমি সেই বিষয় আলো-চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, বোধ হয় জনসমাজে উপ-হাস্যাস্পদ হইতে পারি। কিন্তু জনসমাজে সৌজন্য আছে, ক্ষমা আছে। আমার প্রগালভতা দেখিয়া আপন সৌজন্যে আমাকে ক্ষমা করিবেন, সাহস আছে। আমি সেই সাহসে সাধ্যাতীত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

মানবাত্মার পরিণাম এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এই

আরম্ভ, মৃত্যু যাহার শেষ। জীবাত্মা বলিলে বুঝিতে হইবে, মৃত্যুর পর মানবের স্থূল শরীর হইতে ইন্দ্রিয় অগোচরীভূত সূক্ষ্ম যে পদার্থ বাহির হইয়া যায়। এবং আত্মা শব্দ যথায় কেবল প্রযুক্ত, হইবে তাহা জীবাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে, যাহা অজর, অক্ষয়, অমর ও অবিনাশী। আমি এই গ্রন্থে সেই অবিনাশী অমর আত্মার বিষয় আলোচনা করিব। মৃত্যুর পর তাহা কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কি ভাবে অবস্থান করে, ইহাই এই গ্রন্থে আলোচ্য। এই গ্রন্থের দৃষ্টি জড় জগৎ ছাড়িয়া, এই জগৎ ব্যতীত যদি আর কোন জগৎ থাকে, যাহা স্থূল শরীরবিশিষ্ট মানবেন্দ্রিয় গোচর করিতে সক্ষম নহে, সর্ব্ব-সংহারীকালের ক্রীড়াস্থলস্বরূপ এই ভূতময় সংসারে যাহার আভাস তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষে উজ্জ্বলরূপে গোচরীভূত হয়, এই অসীম জড় জগৎ যে জগতের ছায়া মাত্র, সেই জগৎ গোচর করিতে উদ্যত। কেবল গোচর করিয়া ক্ষান্ত নহে, সেই অপূর্ব্ব জগতের সুন্দর চিত্র চিত্রিত করিয়া মানবের স্থূল দর্শনেন্দ্রিয়ের সমক্ষে ধরিবার চেষ্টা করিবে। যদি মানব তাহা দেখিতে পায়, যদি দেখিতে পায়, তবে মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবে। দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা, অসূয়া পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি অসদ্‌গুণ সমুদয় সংসার হইতে চলিয়া যাইবে। মানব হৃদয়ে দেব ভাবের উদয় হইবে। পিশাচ মানব দেবতা হইবে। দুঃখের সংসার

করিবার জন্য কত কত মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে, কত সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী যাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে নিষ্ফল হইয়াছেন। যাহা স্থির করিবার নিমিত্ত কত কত মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। মানবসমাজের অতি শৈশবাবস্থা হইতে আরম্ভ হইয়া এই বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীতেও যাহার ঠিক মীমাংসা হয় নাই। যাহা মীমাংসা করিতে অস্মদ্দেশে মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি কপিল, কনাদ, পাতঞ্জলি, গৌতম পূজ্যাস্পদ বেদব্যাস, পাশ্চাত্য দেশে মহাত্মা সক্রেটিস হইতে কত মহা মহা পণ্ডিত নিষ্ফল হইয়াছেন; এই গ্রন্থে সেই বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে, বলি না। তবে ঘোর তমোরাশি যতদুর দূর করিতে পারি, করিব। সত্যের নির্ম্মলজ্যোতি মানবকে যতদূর পারি, প্রদর্শন করিব। মাতৃগর্ভ হইতে স্থূলশরীর লইয়া আমরা সংসারে যেরূপ ভূমিষ্ঠ হই, ইহা জড়জগতে জড়ের সম্পর্কে এক জন্ম। সেইরূপ আমরা মৃত্যুমুখ দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতে অধ্যাত্মময় ভাবে আর এক জন্ম পরিগ্রহ করি, এই আমাদিগের [illegible]র জন্ম। এই জন্ম হইতে মানবাত্মার অবিনশ্বরতা ও অমরত্বার স্পষ্ট প্রতীতি আমাদিগের হৃদয়ে উদয় হয়। যাহা এ সংসারে এ জন্মে স্বপ্ন বলিয়া ভাবি, যাহা লইয়া কত কত তর্ক কত যুক্তি উদ্ভাবন করি, যাহা কেহ সত্য কেহ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে, উক্ত জন্মে সেই ভ্রম অন্ধকার আমাদিগের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া যায়; ইহা মানবকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। মৃত্যু নাম শ্রবণ করিয়া মানব হৃদয় যে আতঙ্কে কম্পিত হয়, মৃত্যুতে সে আতঙ্ক নাই বুঝাইয়া দিব।

যদি এই সংসারে কেহ প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিয়া

থাকে—হৃদয়ের ইতরতা দূর করিতে পারিয়া থাকে—যদি তাহার হৃদয় পবিত্র হইয়া থাকে—যদি হৃদয়ের নিকৃষ্ট রিপু সমুদয় জয় করিতে পারিয়া থাকে, যদি তাহাদের প্রেম প্রীতি ভালবাসায় পবিত্র ভাব আসিয়া থাকে, যদি সংসারকে আত্ম-বৎ ভাবিতে পরিয়াথাকে, সংসারে মানবী মানবকে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া ভালবাসিতে পারে—যদি তাহার হৃদয় উপচিকীর্ষা দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি সদ্‌গুণ সমূহের আধার হইয়া থাকে—তবে তাহার পক্ষে মৃত্যুভয়ের কারণ নহে, সেই সাধু ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু প্রার্থনীয়, বুঝাইয়া দিব। মৃত্যুর পর সাধু অপূর্ব্ব জগতে গমন করেন তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সংসারে স্বচক্ষে মানব যেরূপ জড় জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হয়, পরলোক সেই রূপ সত্য বুঝাইয়া দিব। এই গ্রন্থের ইহাই উদ্দেশ্য।

সংসারে সকল প্রাণী অপেক্ষা মানব শ্রেষ্ঠ। তাহার ভাগ্য সকল জীব অপেক্ষা সুপ্রসন্ন। সে এই পৃথিবীর অধীশ্বর। এই জগতে যাহা কিছু, সে তাহার অধিকারী। যাহা কিছু সুখসেব্য যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, সব তাহার। তাহার ভয়ে অন্যান্য জীব নিবিড় ঘোরারণ্য ও দুর্গম পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিয়াছে। সকল জীব অপেক্ষা মানব শ্রেষ্ঠ কিসে? সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার ইত্যাদি ভয়ানক হিংস্রক জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের শক্তি কি অধিক? যদি না হয়, তবে মানব শ্রেষ্ঠ কেন? বুদ্ধিবল শারিরীক বল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যাহার বুদ্ধিবল যে পরিমাণে তাহার প্রাধান্য সেই পরিমাণে। মানবের বুদ্ধিবল সকল প্রাণী অপেক্ষা অধিক। সেই নিমিত্ত পৃথিবীতে তাহার প্রাধান্য

অধিক। সেই নিমিত্ত মানব সকল প্রাণীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। সেই নিমিত্ত সে দূরবর্ত্তী প্রকাণ্ড অগ্নিময় মার্ত্তণ্ডকে স্বীয় চিত্রকর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। সেই নিমিত্ত সে অসীম ভীষণ তরঙ্গাকুল সাগরবক্ষ দিয়া নির্ব্বিঘ্ন ভাবে গমনাগমন করিতে পারিতেছে। শূন্যমার্গে উড্ডীন হইতেছে। তেজোময় বিদ্যুৎকে ধরিয়া স্বীয় বার্ত্তাবহ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছে। বাষ্প দ্বারা অতি আশ্চর্য্যকর কল উদ্ভাবন করিয়া অতি দূরবর্ত্তী স্থান সকল অতি অল্প দিনে অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে। জড় বুদ্ধির দাস। সেইনিমিত্ত সে স্বীয় সৌকার্য্যার্থে সমস্ত জড়কে দাসত্বে নিযুক্ত করিতে পারিতেছে। এইরূপ বুদ্ধিজীবী প্রাণীর পরিণাম কি? যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে সংসারে সে রাজত্ব করে, সে সংসারে সে চিরদিন থাকিতে পায় না। করাল কাল মুখব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। সংসার হইতে তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহার পরিণাম কি আলোচনার বিষয় নহে? মৃত্যুই তাহার পরিণাম, না মৃত্যুর পর সে কোন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা কি জ্ঞাতব্য বিষয় নহে? যদি বুদ্ধিমান মানব স্বীয় বুদ্ধিবলে এ সংসারে প্রভুত্ব করিতে পারিল, তবে চেষ্টা করিলে কি সে স্বীয় পরিণাম স্থির করিতে পারে না; পারে, অবশ্য পারে। যদি সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হয় তবে কি প্রকার পারিবে।

অধিকাংশ মনুষ্য স্বীয় পরিণাম স্থির বা মীমাংসা করিতে নিশ্চেষ্ট তজ্জন্য তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ। অতি অল্প সংখ্যক লোক স্বীয় পরিণামের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। সংসারে কপিল, কনাদ পতঞ্জলি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

নারদ, বৃহস্পতি গৌতম, সিদ্ধার্থ, সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টোটেল, মিল, কোমৎ, ডারউইনের ন্যায় কয় জন ব্যক্তি জন্ম পরিগ্রহ করেন। সংসারে কয়জন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভে তৎপর। কয় জন গভীর রজনীতে বিরলে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় পরিণাম মীমাংসায় গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হয়েন। যেরূপ তাহারা তদ্বিষয়ে উদাসীন, সেইরূপ তাহা তাহাদিগের সমীপে ঘোর অন্ধকারাবৃত্ত।

কি বিস্ময়কর সূত্রদ্বারা জীব মণ্ডলীর উৎপত্তি সাধিত হইতেছে। কেমন ক্রমোন্নতি দ্বারা তাহারা সম্পূর্ণতা লাভ করিতেছে। ক্রমশঃ আবার পতনমুখে অগ্রসর হইতেছে। মরণশীল প্রাণীর সম্পূর্ণতাপ্রাপ্তি বিনাশোন্মুখী। তাহাদিগের উন্নতি পতনকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়। তাহাদিগের উন্নতি যেরূপ ক্রমশঃ, তাহাদিগের পতন সেইরূপ ক্রমশঃ। তাহাদিগের উন্নতি যেরূপ নিশ্চিত, তাহাদিগের পতন সেইরূপ পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত। নশ্বর সংসারে নশ্বরতার তেজঃ অনিবার্য্য। তাহার আধিপত্য সকল প্রকার জড়পিণ্ড, সকল প্রকার উদ্ভিদ ও সকল প্রকার প্রাণীর উপর সংস্থাপিত হয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সংসারে জীবমণ্ডলী ক্রমোন্নতিশীল। কিন্তু তথায় তাহারা যে উন্নতি লাভ করিবে তাহা সসীম অচিরস্থায়ী ও নশ্বর। এই এক জীববংশের উৎপত্তি হইল, ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিল, আবার অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইল। সেই জীববংশ গত না হইতে হইতে অভিনব জীবাংশ উৎপন্ন হইল, আবার তাহা উন্নতি লাভ করিয়া লয় প্রাপ্ত হইল। আবার নূতন বংশ সৃষ্টি হইল; আবার সেই নূতন বংশ পুরাতন হইয়া

ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল। এইরূপ সংসারে জীব বংশের আবি-র্ভাব ও অন্তর্ধান ক্রমশঃ সাধিত হইতেছে। এই শিশু নারী গর্ভে সঞ্জাত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইল। তখন সে শক্তিহীন, আপন রক্ষণে অসমর্থ, বাক্‌শক্তি বিহীন। রোদন ব্যতীত আর কিছু জানে না। ক্রমে সে বর্দ্ধিত হইয়া শক্তিপ্রাপ্ত হইল। আপন রক্ষণে সমর্থ হইতে লাগিল। কথা কহিতে শিক্ষা করিল। জগতের সমস্ত বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা পাইল। ক্রমশঃ বীর্য্যবান বলিষ্ঠ হইয়া আপনার মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করিল। আবার ক্রমশঃ বলহীন ও বীর্য্যহীন হইতে লাগিল। তাহার নবীনত্ব যাইয়া প্রাচীনত্ব আসিল। সে কালসহকারে কালগ্রাসে পতিত হইল। আর সংসারে ফিরিয়া আসিল না। তাহার সীমাবদ্ধ জীবনী কাল অনন্তকাল সাগরে মিশাইয়া গেল। অনন্তকালস্রোতে তাহার জীবনস্রোত ভাসিয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা কেহ জানিল না, দেখিল না বা বুঝিল না। তাহার স্বজাতির মধ্যে অপর ব্যক্তি যে তাহার ভাগ্য স্বচক্ষে অবলোকন করিল সে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিল না। হয়ত সে ভাবিল না যে তাহার ভাগ্য ঠিক সেইরূপ ভাবে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহত রহিয়াছে। মূঢ় ও লঘুচেতা মানব এই সংসারে প্রতিদিন স্বীয় জাতীয় শেষ ভাগ্য স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া সে বিষয়ে কিছু চিন্তা করে না। কিম্বা চিন্তা করিতে ইচ্ছা করে না। মৃত্যু স্বীয় শেষভাগ্য স্মরণ করিয়া ভয়ে তাহার হৃদয়ে কম্প উপস্থিত হয়। সেই নিমিত্ত ভয়ে আতঙ্কে মৃত্যুর স্মৃতিকে বিস্মৃতি সাগরে ডুবাইতে চেষ্টা করে। সেই নিমিত্ত অচিরস্থায়ী সাংসারিক ধন পদ ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া মৃত্যুকে ভুলিবার

চেষ্টা করে। পাশববৃত্তিনিচয় স্বরূপ লৌহ নিগড়ে মনকে একবারে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। মন লঘু ও নীচ হইয়া যায়। তাহার উচ্চ সৎবৃত্তি নিচয় আর পরিস্ফুট হইতে পারে না। যে জড়জগতে তাহার অবস্থিতি আপনাকে ঠিক সেই জড়ের উপযোগী করিয়া তদ্দারা তাহার যে সব নিকৃষ্টবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, তাহাতে মত্ত হইয়া থাকে। তাহার জীবনের মহান্ ও উচ্চ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া অবোধ মানব আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়।

সাধারণ মানবের অবস্থা ও ভাব এইরূপ। তবে কে আপনাকে আপনি জানিতে চেষ্টা করিবে বা আপন পরিণাম চিন্তা করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইবে। কিন্তু মানব মৃত্যুর সহিত তাহার সম্পর্ক মনে মনে লোপ করিবার ইচ্ছুক হইলে, তাহাদিগের সে সম্পর্ক লোপ হইবার নহে। মানব মৃত্যুর বিষয় কিছু না ভাবিলেও মৃত্যু তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। মানব জীবিত আছে যেরূপ সত্য, মানব মরিবে, সেইরূপ সত্য। এই জড়-জগতে মানবের শেষ ভাগ্য, মৃত্যু। মৃত্যুদ্বারা জড়ের সহিত তাহার সম্পর্ক শেষ হয়, মৃত্যু তাহাকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করে ও তাহার শক্তি হইতে তাহাকে অতীত করিয়া থাকে। মৃত্যু আমাদিগের সংসারের সমস্ত আশা ভরসা লোপ করিয়া দেয়। মানব! মৃত্যু তোমার পরম শত্রু। তুমি যে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আবার সেই শত্রু তোমার যে অজেয় ইহাও তুমি জান। সেই অজেয় শত্রুকে স্মরণ করিয়া তোমার যে হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু মৃত্যু তোমার অজেয় পরম শত্রু হইলে

তদ্দারা তোমার ইষ্টের অনেক পরিমাণে ব্যাঘাত জন্মিলেও তথাপি তদ্দারা তোমার কল্যাণের কিছু সম্ভাবনা আছে কি না তদ্বিষয়ে চিন্তা করা কি উচিত নহে? মৃত্যু একবারে তোমার অকল্যাণকর কি না সে বিষয়ে ভাবনা করা কি কর্ত্তব্য নহে? যদি মৃত্যু বাস্তবিক তোমার শেষ হয়, যদি মৃত্যুর পর তোমার কিছু না থাকে, যদি মৃত্যুর সহিত তোমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তোমার সমস্ত আশা ভরসা মৃত্যুর সহিত শেষ হইয়া যায়, যদি মৃত্যুর পর তোমার জড়ময় শরীর হইতে পৃথক হইয়া অদৃশ্য ও অভাবনীয় ভাবে আর কিছু বর্ত্তমান না থাকে, তুমি জড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জড়েতে বিলীন হইয়া যাও, জড় তোমার উৎপত্তির যেরূপ কারণ যদি তাহা আবার তোমার সেইরূপ পরিণতির কারণ হয়, তোমার জীবন কেবল যদি ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া মাত্র হয়, যদি তোমার আমোদ আহ্লাদ প্রীতি প্রেম ভালবাসা জড়কে লইয়া শেষ হইয়া যায়, তোমার জীবনীশক্তি যদি বাষ্পীয় যান পরিচালিকাশক্তির ন্যায় জড়ের কার্য্য ব্যতীত আর কিছু না হয়, সে সকল বিগড়াইলে তোমার জীবনকল বিগড়াইয়া যদি তুমি একবারে লুপ্ত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হও, যদি তুমি জল বুদ্বুদের ন্যায় মুহূর্ত্তকাল কালসাগরে পরিদৃশ্যমান হইয়া আবার অনন্তকালসাগরে অনন্তকালের জন্য মিশিয়া যাও, যদি মৃত্যুর পর তোমার নির্জ্জীব ভৌতিকদেহ ব্যতীত আর কিছু না থাকে, তবে তোমার পরিণাম চিন্তা করিবার প্রয়োজন দেখি না। তবে তুমি যত দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন যে কোন উপায়ে পার সুখ সম্ভোগ কর। হৃদয় যে ভাবে চলিয়া সুখ অনুভব করিতে পারে, তাহাকে

সেই ভাবে চলিতে দাও। সুখ লাভের জন্য যে কোন কার্য্য করিতে হইবে, তাহা সম্পাদন করিতে সঙ্কোচ করিও না। আমোদ আহ্লাদে মত্ত হইয়া তোমার সসীম অচিরস্থায়ী জীবিতকাল যাপন কর।

বাস্তবিক ইহা কি সত্য? মৃত্যু মানবের শেষ ইহা কি সত্য? ইহা সত্য বলিয়া ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় ও মন ভয়ে বিহ্বল হয়। তবে মনুষ্যের ন্যায় হতভাগ্য জীব আর সংসারে নাই। শোক দুঃখ ময় সংসারে কেবল কষ্টের কঠোর হস্তে অসীম যন্ত্রণা সহ্য করিতে তাহার জন্ম হইয়াছে। কেবল শোক ও ক্ষোভে কাতর ও অস্থির হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কেবল নিরাশার যন্ত্রণা সহ্য করিতে জন্মিয়াছে। কেবল মনোরথে অসিদ্ধতার তীক্ষ্ণ ছুরিকায় জর্জ্জরীভূত ও অসিদ্ধ কামনাজনিত মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত হইতে জন্মিয়াছে। কেবল প্রিয়জন বিরহের অশেষ দুঃখ সহ্য করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কেবল অভাব দীনতা ও দরিদ্রতার ভীষণমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইতে তাহার সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল বলীয়ানের অত্যাচার সহ্য করিতে, সৌভাগ্যশালীর অহঙ্কৃত ব্যবহারে পরিতপ্ত হইতে জন্মিয়াছে। তবে মানবের আশা ভরসা স্বপ্ন। তাহার প্রীতি প্রেম ভালবাসা স্বপ্ন। তাহার সৎপ্রবৃত্তি আকাশ কুসুম। তাহার সৎকার্য্য জলবুদ্বুদ এবং তাহার অস্তিত্ব বিড়ম্বনা মাত্র। সে কেবল কালের ক্রীড়া বস্তু। যদি কেহ তাহার স্রষ্টা থাকেন, তবে তিনি নির্ম্মম, নৃশংস, নির্দ্দয় ও অবিবেচক। সে কেবল তাহার স্রষ্টার কৌতুকময়ী ইচ্ছা সম্ভূত হইয়া তাহার ক্রীড়া ও আমোদের সামগ্রী ব্যতীত আরকিছুই নহে।

ইহা কি সত্য? ইহা সত্য হইতে পারে না। যখন জগৎ নির্জীব অচেতন জড়ের পর্য্যন্ত ধ্বংশ নাই তখন মানবের ন্যায় বুদ্ধিজীবী জীবের একবারে ধ্বংশ হইবে, সম্ভব? ইহা সম্ভব হইতে পারে না। যে স্রেষ্টার অপার অপরিসীম জ্ঞান সৃষ্টির প্রতি কার্য্যে স্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতেছে। যাঁহার সৃজন কৌশলে অচিন্তনীয় জ্ঞান কৌশল পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। বিশ্ব রচনায় প্রতি কার্য্যে যাহার অনন্তবুদ্ধি ও বিবেচনা প্রকাশিত রহিয়াছে। যাঁহার সৃষ্টির মধ্যে একটি সামান্য সৃষ্ট পদার্থের সৃজন কৌশলের ভাব মানব বুঝিতে অক্ষম। তবে স্তরে স্তরে—এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত সৃষ্টি—জড়ময়, প্রাণময় ও আত্মময়—সব কি ভোজবাজী এ সব কিছু নহে, সমস্ত মায়াময় ও মিথ্যা, ইহা কি সম্ভব। তিনি কি অগণন বোধ শক্তি সম্পন্ন প্রাণীসকল যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিয়া ধ্বংস করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন? অনন্ত বুদ্ধ-স্রেষ্টা অবিমৃষ্যকারী? মানবসৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। মৃত্যু মানবের পরিণাম নহে। অল্প চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়।

কি অভিপ্রায়ে স্রেষ্টা এই অনন্ত বিশ্ব অগণন গ্রহ উপগ্রহ ধুমকেতু ও নক্ষত্র সৃজন করিয়াছেন, তাহার কি উদ্দেশ্য সাধন হেতু অগণন জীবমণ্ডলীর সৃষ্টি হইয়াছে, কে বলিবে। স্রেষ্টার কার্য্য মানব জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। তাঁহার কার্য্যের উদ্দেশ্য কাহার সাধ্য কে বুঝিবে। অনন্ত বিশ্বের সহিত তুলনা করিলে আমাদিগের অধিষ্ঠাত্রী পৃথিবী একটী বালুকাকণা হইতে ক্ষুদ্র। আমরা সেই রেণু সব ক্ষুদ্র গ্রহবাসী ক্ষুদ্র প্রাণী। আমরা যেরূপ ক্ষুদ্র, আমাদিগের হৃদয় সেইরূপ ক্ষুদ্র। আমা-দিগের বুদ্ধি সেইরূপ অল্প। আমাদিগের জীবন অচিরস্থায়ী।

আমাদিগের পাঁচটি বই ইন্দ্রিয় নাই। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় আমাদিগের জ্ঞান লাভের দ্বার। আমরা আমাদিগের জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় লইয়া বিশ্বস্রেষ্টার অনন্ত বিশ্বের ব্যাপার কি বুঝিব। পুরাণে একটী আখ্যায়িকা উপরোক্ত ভাবের পোষক বলিয়া এস্থলে তাহা বিবৃত করিলাম।

বিষ্ণু কৃষ্ণ অবতারে ব্রজধামে লীলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্রজের গোপ বালক সমভিব্যাহারে গোচারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নন্দালয়ে নৃত্য করিতে করিতে যশোদার হস্ত হইতে মাখন গ্রহণ করিয়া হাস্যমুখে ভক্ষণ করতঃ নন্দ যশোদার হৃদয়ে অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। মধুর বঙ্কিমভাবে দাঁড়াইয়া ব্রজবালার মন চুরি করিতেছেন। সেই মোহন বাঁশী—যে বংশীর রব শ্রবণ করিয়া ত্রিলোক সংহারী ব্যোমকেশ মহাকাল মুগ্ধ হইতেন। কি ছার ব্রজবালা; রমণীহৃদয়, দুর্দ্দমনীয় রিপুর শাসন অধীন,কোমল, তরল, যে ভাবে ভুলাইতে চাও সেই ভাবে ভুলিয়া যায়,—সেই বংশী-রবে কি স্থির থাকিতে পারে ? সেই বংশী বাজাইয়া বৃন্দাবন মধুরতায় পূর্ণ করিয়া অবোধ ব্রজের কুল কামিনীদিগের সর্ব্বনশ করিতেছেন। বৃকভানুদুহিতার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবিপদ। হতভাগিনী মুরলীধরের মুরলীর স্বরে ভুলিয়া একবারে তাহাকে কুল, মান প্রাণ, যৌবন অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ কার্য্য দেখিয়া ব্রহ্মার মনে সন্দেহ হইল। তিনি ভাবিলেন, যদি কৃষ্ণবিষ্ণুর পূর্ণ অবতার হয়েন, তবে কেন তিনি এইরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি এইরূপ সন্দেহ করিয়া মর্ত্তলোকে অবতরণ পূর্ব্বক বৃন্দারণ্যে যে স্থানে ব্রজ বালক সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে প্রবৃত্ত ছিলেন তথায় উপনীত হইলেন।

এবং রাখাল শিশুদিগের অজ্ঞাত সারে যাবতীয় গোবৎসাদি হরণ পূর্ব্বক একটী পর্ব্বত গুহায় লুকাইয়া রাখিলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। গোপাল লইয়া রাখাল-বালক দিগের গৃহে প্রতি গমনের সময় উপস্থিত হইল। রাখালেরা স্বীয় স্বীয় গোপাল অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু কোন স্থানে একটী মাত্র গো দৃষ্টি হইল না। তবে তাহারা কি লইয়া গৃহে ফিরিবে বা গৃহে ফিরিয়া কর্ত্তৃপক্ষদিগকে কি বলিবে। এই সব ভাবিয়া তাহারা উদ্বিগ্ন ও ভীত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে ভীত ও চিন্তাকুল দেখিয়া মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, তোমরা ভীত বা উদ্বিগ্ন হইওনা। তোমরা এই স্থানে অপেক্ষা কর। আমি তোমাদিগের গো গোবৎস অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া দিতেছি। অন্তর্য্যামী ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মার কার্য্য অগ্রে জানিতে পারিয়াছিলেন। ব্রহ্মা যে গুহায় গো গোবৎস হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া অবস্থান করিতে ছিলেন, তিনি তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে গমন পূর্ব্বক স্বীয়মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি স্বীয়মূর্ত্তি ধারণ করিবা মাত্র শত শত ব্রহ্মা তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। সেই সমস্ত ব্রহ্মার মধ্যে কাহার শত, কাহার সহস্র, কাহার অযুত ও কাহার লক্ষ মুখ ছিল। এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যে ব্রহ্মার নিতান্ত অল্প সংখ্যক মুখ ছিল, তাঁহার অষ্ট মুখের ন্যূন ছিল না। পর্ব্বতগুহা হইতে চতুরানন ব্রহ্মা বহু সংখ্যক মুখযুক্ত ব্রহ্মাদিগকে অবলোকন করিয়া স্বীয় আননের ন্যূনতা স্মরণ করিয়া সলজ্জ হইলেন। সেই সব বহুমুখযুক্ত ব্রহ্মারা থাকিতে বিষ্ণু সমীপে গমন করিতে তাঁহার সাহস হইল না। যখন একে একে বিষ্ণুর স্তব সমাপ্ত

করিয়া ব্রহ্মারা চলিয়া যাইতে লাগিলেন, যখন অষ্টানন ব্রহ্মাও চলিয়া গেলেন তখন চতুরাননব্রহ্মা ধীরে ধীরে ম্লানমুখে গো গোবৎসাদি লইয়া বিষ্ণু সমীপে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলে ভগবন্। আমার সন্দেহ দূরের সহিত আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। নিখিল অখিলের আমি এক মাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ভাবিয়া আমার যে অহঙ্কার ছিল, তাহা চূর্ণ হইয়াছে। আমি ভাবিতাম, আমার সৃষ্টি ব্যতীত আর সৃষ্টি নাই এবং আমি ব্যতীত বুঝি আর ব্রহ্মা নাই। এখন দেখিলাম, তাহা আমার ভ্রম। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, প্রজাপতে! এই বিশ্ব অনন্ত। আমার সৃষ্টি অনন্ত। আমি কোটী কোটী ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া এই অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি সম্পাদন করিয়াছি। ব্রহ্মাদিগের মুখের সংখ্যানুসারে তাহাদিগের ক্ষমতা ও শক্তি ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। আপনার মুখ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। ফলতঃ আপনার ক্ষমতা ও শক্তি অল্প। আপনার শক্তি যেরূপ সসীম, আপনার সৃষ্টি সেইরূপ ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ। অনন্ত সৃষ্টির সহিত তুলনা করিলে, তাহা একটী বালুকাকণা মাত্র। আপনার শক্তি ও ক্ষমতা অনুরূপ জ্ঞান। আপনি আপনার সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছু জ্ঞাত নহেন। চন্দ্রালোকের সহিত যেরূপ খদ্যোতের আলোক, অসীম সমুদ্রের সহিত যেরূপ ক্ষুদ্র সরোবর তুলনা হইতে পারে না সেইরূপ অনন্তজ্ঞানের সহিত আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান তুলনা হইতে পারে না। আপনার জ্ঞান সসীম বলিয়া অনন্তজ্ঞানী সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় আপনার এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিষ্ণুর বাক্যে ব্রহ্মা

অপ্রতিভ হইলেন ও স্বীয় অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিষ্ণু হাস্য পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া বিদায় করিলেন। ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন গো গোবৎস লইয়া আবার ব্রজের রাখাল হইয়া ব্রজের রাখাল বালকদিগের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

ইহা হইতে এই স্পষ্টভাবে বুঝাযায় ঈশ্বরের কার্য্য কাহার বুঝিবার ক্ষমতা নাই। মানব যত কেন জ্ঞানী হউক না, তাঁহার কার্য্যের মর্ম্ম সে বুঝিতে অক্ষম। তাহার জ্ঞান অনন্তজ্ঞানের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ। অংশ সম্পূর্ণ পদার্থের সমান কখন হইতে পারে না। তবে মানব অনন্তজ্ঞানের কার্য্য কোন কালে বুঝিতে সক্ষম হইবে না। সেই মহান্ হইতে মহান্ সেই সম্পূর্ণ অদ্বিতীয় পুরুষের কার্য্য বুঝা আমাদিগের সাধ্যাতীত হইলেও আমাদিগের ক্ষুদ্রমন অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া তাহার কার্য্য না বুঝিয়া বুঝিয়াছি ভাবিয়া থাকে। ইহা তৎদও স্বাধীনতা ও সামান্য বুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল। আমরা না বুঝিয়া তাঁহার কার্য্যের মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি। আমাদিগের এই সামান্য বুদ্ধি ও স্বাধীনতা আছে বলিয়া হিউম, মিল, স্পেনসার, কোমৎ, কপিল, পাতঞ্জল, গৌতম, কন্নাদ, ও জৈমিনী কুটিল তর্কজালে জড়াইয়া কত স্পর্দ্ধাযুক্ত কথা বলিয়া গেলেন। মাদৃশ অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাহাদিগকে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিল। অদ্বিতীয় পুরুষের প্রতি গর্ব্বিত ও দর্পযুক্ত কটাক্ষ করিয়া তাহারা অদ্বিতীয় পুরুষ হইল, আশ্চর্য্য। সসীম ইন্দ্রিয় জনিত জ্ঞান অনন্তজ্ঞানের সমান হইতে স্পর্দ্ধা করে, ইহা মনে হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মানব সামান্য জ্ঞানে এত অহ-

ঙ্কারে স্ফীত হইয়া থাকে যে তাহার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রহিত হইয়া যায়। সে আপনার বুদ্ধি, জ্ঞান, ক্ষমতা ভুলিয়া গিয়া গর্ব্বিতভাবে আপনাকে এই জীবনে—এই অসম্পূর্ণ, বিবিধ দোষ যুক্ত, একবারে সম্পূর্ণভাবে সম্পূর্ণতাহীন একান্ত সসীম জীবনে অনন্তত্বের বিষয় বুঝিবার পূর্ণ উপযোগী ভাবিয়া থাকে। সেই নিমিত্ত তাহার এত অহঙ্কার এত স্পর্দ্ধা। সে সসীম ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণী। তাহার জ্ঞানলাভের দ্বার পঞ্চ। অনন্তের মধ্যে পঞ্চও না পঞ্চের মধ্যে অনন্ত। পঞ্চ অনন্তকে আয়ত্ত করিতে কোনকালে অক্ষম। এক সীমাবদ্ধ অল্প। অন্য সীমা শূন্য অশেষ। তবে তাহাদিগের সমানতা সকল সময়ে অসিদ্ধ—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। প্রথমোক্ত শেষোক্তের সমান অনন্তকালে হইবে না ইহা স্বাভাবিক। অনন্ততা যে ভাবে আছে, তাহা অনন্তকালে থাকিবে, সসীমতা যে ভাবে আছে তাহা সেইভাবে চিরকাল থাকিবে কারণ সসীমতা অসীমতা অংশ-ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফরাশিশ দার্শনিক বলিটিয়ার দর্শন সম্বন্ধীয় উপন্যাসে একটী গল্প যে রচনা করিয়াছেন, তাহা এই মতের পোষক বিবেচনায় এই স্থলে লিপিবদ্ধ করা গেল।

শনৈশ্চর বিজ্ঞান সভার সম্পাদক নভোমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া ডগ্ ষ্টারের কোন নক্ষত্র উপনীত হইলেন। তথাকার মাইক্রোমেগাস নামক এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার গ্রহবাসী সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিজীবী প্রাণীবৃন্দের ইন্দ্রিয় সংখ্যা কত? সম্পাদক কহিলেন, ৭২টি মাত্র। কিন্তু আমরা এই অল্প সংখ্যক ইন্দ্রিয় লইয়া কোন সময়ে সন্তোষলাভ করিতে

পারি না। যে গ্রহ অঙ্গুরীয় ন্যায় গোলাকার পদার্থ মণ্ডিত ও পঞ্চ চন্দ্র যাঁহার নভোমণ্ডলে পরিশোভিত হইয়া যাঁহার উপ-গ্রহে পরিগণিত তাহার অধিবাসীদিগের ৭২টি ইন্দ্রিয় অতি অল্প। ৭২টি ইন্দ্রিয়ে তাহাদিগের যে কৌতূহল উদ্দিপীত হইয়া থাকে ও তৎসম্ভূত জ্ঞানে তাহাদিগের মনোবৃত্তির যে স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাদিগের সেই জ্ঞান তাহাদিগের সেই কৌতূহল-পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ নহে। তাঁহাদিগের সেই জ্ঞান, তাহাদিগের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির অসমান দেখিয়া তাহারা অসুখী। আমা-দিগের যে ইন্দ্রিয় আছে, তদপেক্ষা আমরা অধিক ইন্দ্রিয়শীল হইলে, আমরা অধিক জ্ঞানলাভে সক্ষম হইতাম। বস্তুতঃ আমাদিগের অস্তিত্ব অধিকতর সুখের হইত।

মাইক্রো মিগাস বলিল, ঠিক বলিয়াছেন। আমার গ্রহ-বাসী লোকের সহস্র ইন্দ্রিয় আছে। তথাপি আমরা সুখী নহি। আমরা এত অধিক ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়াও ভাবিয়া থাকি, যে আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অতি অল্প। আমরা এই ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, অনন্তজ্ঞানের কণিকা সদৃশ নহে।

এই কথা বলিয়া মাইক্রো মিগাস্ শনৈশ্চরবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কতদিন্ জীবিত থাকেন। সম্পাদক উত্তর করিলেন। পঞ্চদশ সহস্র বৎসর। মাইক্রো মিগাস্ বলিলেন, আপনাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের পরমায়ু শতগুণে অধিক হইলে, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট নহি। অনন্তের নিকট এই সীমাবদ্ধ সময় কি? কিছুই নহে। অসীম মরুভূমের অসীম বালুকা রাশির মধ্যে একটী কণা মাত্র। আমরা লক্ষবর্ষের

অধিককাল জীবিত থাকিয়া যে জ্ঞান উপার্জ্জন করি, তদ্দ্বারা আমাদের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত না হইয়া বরং ক্রমশঃই এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে যে, সসীম জীবনে তাহা পরিতৃপ্ত হইবার নহে। ইচ্ছা হয় যদি আমাদিগের পরমায়ু কাল আরও অধিক হইত, তবে বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বরচনার অনন্ত জ্ঞানময় ভাব কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞাত হইয়া সুখী হইতাম। কিন্তু তাহা হইবার নহে। যাহা অনন্ত তাহা পরিমিত সীমাবদ্ধ সময়ে ধারণ করিতে পারে না। আমাদিগের পরমায়ু যত বৃদ্ধি হইবে, তত আমাদিগের কৌতূহল বাড়িবে, তত আমরা আমাদিগের জীবিতকাল পরিমিত বলিয়া ক্ষুব্ধ হইব। কিন্তু যদি আমরা অনন্ত হইতাম, অনন্ত জ্ঞানলাভের জন্য অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইতাম। তবে সেই অসীম জ্ঞানময় মহীয়ান পুরুষের রচনা কৌশলের অনন্ত জ্ঞানময় ভাবে নিমগ্ন হইয়া অনন্তকাল হৃদয়ের কৌতূহল পরিতৃপ্তিলাভ করিতে পরিতাম। কিন্তু সে আশা আছে কি না, জানি না। এই কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে কৌতূহল এক দিন তৃপ্ত হইবে কি না জানি না। এই কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয় লইয়া মৃত্যুর সহিত আমাদিগের অস্তিত্ব শেষ হইবে কি না জানি না। যদি তাহা হয়, তবে আমাদিগের জ্ঞান অর্জ্জন বৃথা। আমাদিগের জ্ঞান ও জ্ঞানতৃষ্ণা বৃথা। আমাদিগের জীবন বিড়ম্বনা অনন্তজ্ঞানী স্রষ্টা আমাদিগের সৃজনে যে কৌশল ও চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ফল শূন্য।

এই আখ্যায়িকা দ্বারা এই বুঝান হইয়াছে যে মানব অসম্পূর্ণ জীব। তাহার জ্ঞান বুদ্ধি অল্প। তাহা অনন্ত বিশাল বিশ্বের বিষয় বিশদরূপে বুঝা দূরে থাকুক, তাহার কার্য্য দেখিয়া, বোধ

হয়, সে আপনাকে বুঝিতে অক্ষম। তবে চেষ্টা করিলে মানব আপনাকে আপনি বুঝিতে পারে। কারণ অহং জ্ঞান মনুষ্যের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস মানব মাত্রের আছে। নিতান্ত অসভ্য সমাজের হইতে অতি সুসভ্য সমাজের মানবে তাহা বিশ্বাস করে। প্রত্যেক মানবের এই বিশ্বাস না থাকিলে মানব সমাজ গঠিত হইত না। যে "অহং অস্তি" এই বাক্যের অর্থ যে যে পরিমাণে আলোচনা করে, সে সেই পরিমাণে আপনাকে আপন জ্ঞাত হইতে পারে। এবং আত্মতত্ত্বলাভ তাহার সেই পরিমাণে হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে মানব স্বীয় চেষ্টা ব্যতীত কৃতকার্য্য হইতে পারে না। "অহং অস্তি" এই জ্ঞান অহঙ্কার। যখন এই অহঙ্কার মানবের স্বতঃসিদ্ধ তখন তাহারা অপনাকে আপনি জানে না কেন? দ্বৈতজ্ঞান অহঙ্কার মূলক।

তাহাদিগের অহঙ্কার আছে বলিয়া তাহারা বহির্জগতকে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারে। তিনি এক, আর বাহ্যজগত অন্য ইহা কোন মানবকে বুঝাইতে হয় না। মানব আপনি তাহা বুঝিতে সক্ষম। মানব হৃদয়ে দ্বৈতজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বদ্ধমূলক। যদি ইহা সত্য হয় তবে কেন মানব আপনাকে আপনি চিনিতে পারে না। মানব 'অহং' বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে; তবে 'অহং' কে তাহা জানিতে সক্ষম নহে কেন? অহং বোধ স্বাভাবিক হইলেও অহং বোধের সহিত মানব হৃদয়ে যে নানাবিধ ভাবের উদয় হয় সেই ভাবসমূহ ও অহং জ্ঞানকে প্রভেদ করিতে না পারায়, মানবের আত্মতত্ত্ব লাভের কঠিনতা হইয়া পড়িয়াছে। প্রকার উদয়ে আত্মতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা আত্মদর্শন পর্য্যন্ত হইয়া

থাকে। দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে প্রপা বলে, যোগশাস্ত্রে তাহার নাম যোগনেত্র। দর্শনে যাহাকে সুক্ষ্ম বুদ্ধি বলে, যোগে তাহাকে সুক্ষ্ম দৃষ্টি বলিয়া থাকে। যখন সৌভাগ্যশালী মানবের সুক্ষ্ম দৃষ্টি উদয় হইবে তখন তিনি এই স্থূলতাময় জড় জগতের অন্তরালে যে এক অপূর্ব্ব জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন, তাহার সে দৃষ্টি জড় জগৎ ছাড়াইয়া আর এক অদ্ভুত জগতে পড়িবে। মনোময় জগৎ, যে আমাদিগের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিলেও যাহা আমাদিগের চর্ম্ম চক্ষু দেখিতে সক্ষম নহে। দেখিতে সক্ষম নহে বলিয়া তাহার অস্তিত্ব কি নাই? বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব কার্য্যের ভাব, আমরা বুঝি না বলিয়া, আমরা কি বলিতে পারি কার্য্যগুলি ঠিক নহে। যে এ কথা বলিতে পারে, সে উন্মত্ত তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত। আমাদিগের ইন্দ্রিয় জড় জগৎ হইতে জ্ঞান লাভের দ্বার; আমি যে জগতের কথা কহিতেছি, তাহা জড় জগৎ হইতে পৃথক। তাহা স্থূলতাময় নহে, তাহা সুক্ষ্মতাময়। সুক্ষ্মভাবে জড় জগতের অন্তরালে বিরাজিত, সুক্ষ্ম দৃষ্টি প্রাপ্ত না হইলে কেহ তাহা দেখিতে পায় না। সেই সুন্দর জগতকে, জড় জগৎ হইতে সহস্র গুণে সুন্দর জগৎকে, কেহ দেখিতে পায় না। ইহা অজড়ময় বলিয়া আমাদিগের স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত। কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদিগের ইন্দ্রিয় জড়ের জ্ঞান লাভের উপায় সুক্ষ্ম নেত্র পরিস্ফুট, ব্যতীত সেই জগৎকে, যে স্থানে রোগ নাই, শোক নাই, পরিমাণ, ভেদ, দরিদ্র নাই, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লালসা নাই, মলিনতা, নিষ্প্রভতা, সৌন্দর্য্যের অপর্ব্বাসিনতা নাই। যথায় সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইলে আর হ্রাস হয় না, যেখানে জরা মৃত্যু বিরহ

বিচ্ছেদ নাই, যথায় তাচ্ছিল্য ঘৃণা অহঙ্কার প্রবেশ করিতে পারে না, যথায় অমরত্ব ও নিজরতা অনন্তকাল স্থায়ী, যথায় বসন্ত চির বিরাজিত, যথাকার জ্যোতি কোনকালে ম্লান হয় না, সেই জগৎ, সেই মানবেন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত জগৎ দেখিবার কাহার সাধ্য নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন করিতে পারেন, যে যোগনেত্র বা সূক্ষ্ম দৃষ্টি কি প্রকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার সংক্ষেপে উত্তর, সাধনা। কি প্রকার সাধনা করিলে যোগনেত্র পরিস্ফুট হয়। এইবার বড় কঠিন প্রশ্ন। যদি কেহ যোগ বিশ্বাস করেন, তাহাকে আমি বলিব যোগ সাধনে যোগনেত্র পরিস্ফুট হইয়া থাকে। যোগইবা কাহাকে বলে আবার প্রশ্ন? আত্মার গুণ সমূহের উন্নতি সাধনের নাম যোগ।

পুরাকালে ভারতবর্ষে যোগের বহুল পরিমাণে প্রচার ছিল। কিন্তু এক্ষণে ভারতবাসীদিগের অধিকাংশ ব্যক্তি যোগকে উন্মত্তের প্রলাপ ভাবিয়া থাকেন। যোগ জ্ঞানের কার্য্য। ভারতে যখন জ্ঞানের উন্নতি ছিল তখন ভারতবাসী যোগ বুঝিত এখন ভারত অজ্ঞানতা অন্ধকারে আবৃত, ভারতবাসী যোগ বুঝিতে অক্ষম। মহর্ষিদিগের যুগযুগান্তরে ধর্ম্ম চিন্তার ফল স্বরূপ যোগ। যোগকে অবিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে তাহার সত্যাসত্য বিচার করা উচিত কিনা, তাহা আমি বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি। যোগ মিথ্যা বা সত্য হউক তদ্বিষয়ে আলোচনা আর এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে; তবে সূক্ষ্ম দৃষ্টি কথা বলিতে গিয়া যোগের কথা বলিয়াছি। এক্ষণে যে কথায় আর প্রয়োজন নাই। সূক্ষ্ম দৃষ্টি ব্যতীত কি আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, স্থূল দৃষ্টিতে কি আত্মতত্ত্ব বোধ হয় না;

যখন মানব সমস্ত জড়জগৎ হইতে আপনাকে পৃথক ভাবিতে সক্ষম, ও যখন আমি এক, বাহ্যজগৎ অন্য, মানবের এই জ্ঞান স্বভাবিক, তখন মানব আপনার স্থূল শরীর হইতে আপনাকে পৃথক কেন ভাবিতে পারিবে না। সুক্ষ্মভাবে অল্প বিবেচনা করিলে সে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে, বোধ হয়।

ভাল, মানব; তোমাকে এক্ষণে আমি কে ? প্রশ্ন করিয়া দেখি। দেখি তুমি তাহার কি উত্তর প্রদান কর। তুমি হয়ত বলিবে আমিত আমি, আমি আবার কে। তুমিত তুমি, ঠিক বলিয়াছ কিন্তু কিছু বিবেচনা করিয়া বল দেখি, তুমি কে; তুমি এই জড়ময় শরীর, না তুমি তোমার মুখ, কণ্ঠ, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, বক্ষ, হস্ত, পদ, না তুমি আর কেহ। এই সব অঙ্গবিশিষ্ট শরীর তুমি, না তাহা হইতে ভিন্ন পৃথক কেহ তুমি! যে কেহ খাইতেছে, হাসিতেছে, চলিতেছে, উঠিতেছে, বসিতেছে, কহিতেছে, ইচ্ছা করিতেছে, চিন্তা করিতেছে, নিদ্রা যাইতেছে, সেই তুমি, না তোমার শরীর তুমি। বিবেচনা করিয়া বল কে তুমি বোধ হয়, কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছনা। হয়ত বলিবে, আমার শরীর ছাড়া আমি, আমি আর কিছু দেখি না।

তুমি এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিবে, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছি। কারণ তোমার সূক্ষ্ম দৃষ্টি পরিস্ফুট নহে এবং তুমি জড়ের শাসনে শাসিত। তোমার উর্দ্ধে জড়, পার্শ্বে জড়, তুমি জড়ময় জগতে জড়ময় শরীর লইয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি যাহা কিছু ভাব, দেখ, স্পর্শ কর, তাহা জড়। জড়ভিন্ন তোমার চিন্তা নাই, জড়ের সহিত ভিন্ন তোমার কর্ম্ম নাই। জড়ের

সহিত এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, তুমি জড়ের চিন্তা মন হইতে কি সহজে দূরীভূত করিতে পার।

চতুর্দ্দিকে তোমার যে জড় একবার তাহা ভুলিয়া যাও। খাদ্য পানীয়, গন্ধ, স্বর, রস, স্পর্শসুখ, সব ভুলিয়া যাও। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আপনার শরীর পর্য্যন্ত একবার ভুলিবার চেষ্টা কর। সব ভুলিয়া, আপনার শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়া স্থির ভাবে ধ্যানে মগ্ন হও। পরে, বল তুমি কে? হয়ত পূর্ব্বের ন্যায় এখনও উত্তর করিবে, আমার শরীর ব্যতীত আর কিছুত দেখিতে পাইনা। হাসা, রোদন কথন চিন্তন, উত্থান, গমনাগমন, নিদ্রা, অশন, বসন ও শয়ন এই সব শরীরের ধর্ম্ম। শরীরে শোণিত সঞ্চার যত দিন থাকিবে, তত দিন তাহা এইরূপ কার্য্য করিবে। যেমন বাষ্পীয়যানের কল যতক্ষণ শক্তিসম্পন্ন থাকে, ততক্ষণ তাহা কিছু না ভ্রুক্ষেপ করিয়া ঘোর আরব করত দ্রুত বেগবলে তীব্রভাবে ছুটিয়া থাকে, কল বিগাড়াইলে আর একপদ যাইতে পারে না; সেইরূপ আমি শরীরের কোন ধর্ম্মবলে হাসিতেছি, কাঁদিতেছি, কথা কহিতেছি, যাইতেছি চিন্তা বা ইচ্ছা করিতেছি, যেদিন আমার শরীরের কল বিগাড়াইবে, সে দিন সে শক্তি হীন হইবে, হাসিতে কাঁদিতে, বলিতে, যাইতে কিছুই আর পারিবেক না। সেই দিন আমার আমিত্ব লোপ হইবে।

তবে তুমি বাষ্পীয়যান। যদি তুমি তাহাই হও, তবে তোমাকে চালায় কে। বাষ্পীয়যানের একজন চালক চাহি। কেহ তোমার কল টিপিয়া না দিলে তাহা আপনি চলিতে পারে না। তোমার কল টিপিয়া দেয় কে?

উত্তর। আমার স্রষ্টা আমার কল টিপিয়া দিয়াছেন। যখন আমাকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সময়ে তিনি আমার কল টিপিয়া দিয়াছেন। যত দিন আমার শরীর রূপে কলে সেই শক্তি থাকিবে, ততদিন আমি চলিব। শক্তি নষ্ট হইয়া গেলে, আমি নষ্ট হইয়া যাইব।

প্রশ্ন। ভাল কথা। কল টিপিয়া বাষ্পীয়যানকে ছাড়িয়া দিলে, যতক্ষন সেই কলের শক্তি নষ্ট না হয়, ততক্ষণ কিসে থামিতে পারে। কলের সেই শক্তি থাকিতে স্বেচ্ছায় সে থামিয়া আবার সে কি ছুটিতে পারে? যতক্ষণ সে শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ সে ছুটিবে। শক্তির লয় হইলে সে থামিবে। কিন্তু তুমি কি সেইরূপ? তোমার কল টেপার পর তুমি কি এক ভাবে চলিতেছ। অবিরাম গতিতে অবিরত এক ভাবে তুমি কি চলিতেছ? বাষ্পীয় যানের চালক যেরূপ তাহাকে ইচ্ছা অধীন করিয়া ইচ্ছানুসারে থামায়, তুমি কি সেচ্ছায় সেরূপ মধ্যে মধ্যে থামিতেছ না। বাষ্পীয়যানের চালক যেরূপ কলের শক্তি রক্ষা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে নূতন কাষ্ঠ ও জল গ্রহণ করে, সেইরূপ তোমার শরীর কলের শক্তি রক্ষা করিতে তোমার কি ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রয়োজন হইতেছে না, যদি তোমার অভিনব অশনের প্রয়োজনীয় না হইয়া তোমার চলচ্ছক্তি থাকিত, তবে তুমি টেপা কল আমি স্বীকার করিতাম। কেহ তোমাকে সৃষ্টি করিয়া তোমার কল টিপিয়া দিয়াছেন, যত দিন সেই শক্তি থাকিবে, ততদিন তুমি চলিবে, কলের শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, তুমি বিনষ্ট হইবে—এই কথা স্বীকার করিতাম। কেহ তোমার চালক নহে স্বীকার

করিতাম। বাষ্পীয় কলের চালক যেরূপ বষ্পীয় যান ইচ্ছানুসারে চালায়, ইচ্ছামত থামায়, তাহার শক্তি রক্ষা হেতু নূতন কাষ্ঠ, জল, অগ্নি গ্রহণ করে, তোমার শরীর কলকে কি সেইরূপ কেহ ইচ্ছামত চালাইতেছে না? তাহার শক্তির রক্ষাজন্য নব ভক্ষ্য বস্তু গ্রহণ করিতেছে না? যদ্দারা তুমি চলিতে চলিতে থামিতেছ, উঠিয়া বসিতেছ, আবার বসিয়া উঠিতেছ, কথা কহিতেছ, চিন্তা করিতেছ, তাহা কি তোমার শরীরের ধর্ম্ম, না স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে এইরূপ কার্য্য হইতেছে, ইহা ভাবিয়া দেখ। বাষ্পীয়যানের চালক যেরূপ, সেইরূপ তোমার কেহ চালক আছে কিনা, বিবেচনা কর। ইচ্ছা শরীরের ধর্ম্ম, না শরীর হইতে পৃথক পদার্থের কার্য্য স্থির কর।

যদি তুমি বাষ্পীয়যানের কলের ন্যায় কল হইতে, তোমার শরীর তোমার সর্ব্বস্ব হইত, তুমি টেপা কল ব্যতীত আর কিছু না হইতে তবে তুমি কোন স্থানে গমন করিতে করিতে থামিতে না। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইতে না, হাসিতে হাসিতে থামিতে না, কাঁদিতে কাঁদিতে থামিতে না তুমি একবার বসিলে আর উঠিতে না। কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্য বিষয় চিন্তা করিতে না। তোমার ইচ্ছা থাকিত না। তোমার স্মৃতি, ভয়, ভালবাসা থাকিত না। তুমি সুগন্ধের ও দুর্গন্ধের পার্থক্য বুঝিতে না। সু ও কু স্বরের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতে না। তোমার অভিমান থাকিত না। এক জনকে ভাল বাসিয়া অন্যকে আর ভাল বাসিতে পারিতে না। তোমার ইচ্ছার ও চিন্তার বিভিন্নতা হইত না। তাহা

হইলে বাষ্পীয়যানের ন্যায় এক দিকে এক ভাবে তোমার জীবনীশক্তি চলিত।

তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না, যেমন বাষ্পীয়যানকে কেহ না চালাইলে সে চলিতে পারে না। চালক ইচ্ছা করিয়া তাহাকে যে প্রকার থামায় ও চালায়, তোমার শরীরকে ঐরূপ কেহ চালাইতেছে, থামাইতেছে, কাঁদাইতেছে ও হাসাইতেছে না। ভাবিয়া দেখ, কে তোমাকে এইরূপ চালাইতেছে, তোমার ইচ্ছার ও চিন্তার বিভিন্নতা করিতেছে, তুমি যাহা করিতেছ কে তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছে। তুমি যাহা ভাবিতেছ, কে তোমাকে তাহাও অনুভব করাইয়া দিতেছে। তুমি কোন বিষয় জ্ঞাত হইলে, তুমি যে তাহা জ্ঞাত হইলে, কে তোমাকে তাহাও জানাইয়া দিতেছে। এখন বল, কে তুমি? তোমার শরীর তুমি, না তোমার শরীরের মধ্যে থাকিয়া উপরোক্ত ভাবে তোমার শরীরকে যে চালাইতেছে, সেই তুমি। এখন বোধ হয়; বুঝিতে পারিয়াছ, তোমার শরীর তুমি নও, একবার কল টেপা চালক হীন বাষ্পীয়যানের ন্যায় তুমি নও। তোমার শরীরকে কে চালাইতেছে, সেই তুমি। শরীর মধ্যে থাকিয়া যে চিন্তা বা ইচ্ছা করিতেছ, সেই তুমি। শরীর মধ্যে জ্ঞ স্বরূপ যাহা, সেই তুমি। আমি সেই, যাহা শরীর মধ্যে থাকিয় শরীর হইতে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক। শরীরের কোনপরমাণু, যাহার সহিত কোন কালে মিলিত হইতে পারে না। শরীর জড়ময়, আমি আত্মাময়। দুইটি পৃথক ও ভিন্ন পদার্থ, একটি স্থূল, অন্যটি সূক্ষ্ম। শেষোক্তটি এত সূক্ষ্ম যে সহজ বোধগম্য নহে। সেই নিমিত্ত আমার এত ভ্রম। সেই নিমিত্ত আমি নিজে আমাকে বুঝিতে পারিনা

অসীম জড় জগতের মধ্যে বাস করিয়া এই শরীরী আমাকে মানব যেমন সমস্ত জড় জগৎ হইতে পৃথক ভাবিতে পারে, সেইরূপ সুক্ষ্মতা সহিত বিবেচনা করিয়া মানব প্রকৃত আমিকে এই জড়ময় শরীর হইতে পৃথক ভাবিতে সক্ষম। ঘোর পরিশ্রমে মানব ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া ঘোর নিদ্রায় অভীভূত হইয়াছে। তাহার জ্ঞান অর্জ্জনের দ্বার স্বরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়। কোনটি কার্য্য করিতেছে না। সেই ঘোর নিদ্রাবেশে তাহার মানসিক কার্য্য চলিতেছে। তাহার দর্শনেন্দ্রিয় কার্য্য করিতেছেন না, শ্রবণেন্দ্রিয় কার্য্য করিতেছেন না, তাহার স্পর্শেন্দ্রিয় কার্য্য করিতেছে না। সে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া মহা সুখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে বা ভাবণ স্বপ্নে ভয়ে ত্রাসে বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। শরীর অলস, ঘোর নিদ্রাবেশে অভীভূত, শরীরের কোন অঙ্গ কার্য্য করিতেছে না, তবে এসব কার্য্য কিরূপে হইতেছে। আকর্ষণ, সংঘোর্ষণ বিকর্ষণ ইত্যাদি ভৌতিক পদার্থের কার্য্য। শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত তাহার কার্য্য হইতে পারে না। যখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ অলস ও নিষ্ক্রিয়, তখন মনে এইরূপ কার্য্য কিরূপ হইতেছে? শরীর হইতে পৃথক, পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য জগতের জ্ঞানলাভ করিয়া যে তাহা সঞ্চয় করে, সে তখন কার্য্য না করিলে কে কার্য্য করিবে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে শরীর ছাড়া কেহ সুক্ষ্মভাবে শরীর মধ্যে অবস্থিত। যে এই ভাবে অবস্থান করে ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, সেই আমি।

এই সম্বন্ধে আদি, বিদ্বান সুক্ষ্মদর্শী মহর্ষি কপিল যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। সেই সংখ্য দর্শন প্রণেতা,

সেই প্রাচীন ভারতের গৌরব স্বরূপ। ভারত ললাটে উজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ। এই পর পদদলিতা, স্বাধীনতা বিহীন অধীনতা নিগড়ে দৃঢ় আবদ্ধ হতভাগিনী ভারতের যদি অধুনা গৌরব করিবার কিছু থাকে, তবে তাহার পূর্ব্ব সন্তানদিগের জ্ঞান প্রভা। কত কাল হইল, যাহাদিগের হইতে যে প্রভা উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে। তথাপি যে প্রভায় দিশ উজ্জ্বলতাকারিণী ছটা এখনও পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইতেছে। দূরবর্ত্তী জ্ঞানাভিমানী পাশ্চাত্যবাসীদিগের জ্ঞান-প্রভা যদ্দ্বারা মলী-ভূত হইতেছে। যখন পৃথিবী ঘোর অন্ধকার আবৃত। পশ্চিম ও উত্তর মানবের অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ। সেই সময় ভারত আকাশ উজ্জ্বল করিয়া কপিলের মস্তক ভেদ করিয়া যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে, সেই জ্ঞান জ্যোতি সেই সময়ের ন্যায় এখনও উজ্জ্বল। সেই উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রভা-সম্পন্ন কপিল বলিয়াছেন দেহাদি ব্যতিরিক্তো নৌ।

স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয়, শক্তি এবং মন ও বুদ্ধি ইহারা কিছুই আত্মা নহে। আত্মা ইহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র। তিনি আবার বলিলেন,

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ

দেহটি ভৌতিক হইলে চৈতন্য পদার্থ তাহার ধর্ম্ম বা গুণ নহে। চৈতন্য স্বতন্ত্র বস্তু। ভূত বা ভৌতিক পদার্থ পরীক্ষা করিলে কোনটিতে চৈতন্য উপলব্ধি হয় না। চৈতন্য পদার্থ ভূতের ধর্ম্ম বা গুণ নহে, উহা এক স্বতন্ত্র বস্তু।

তিনি আবার বলিলেন,

আত্মা দৈহিক ও বাহিক-সমস্ত পদার্থ এবং প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক

পদার্থ হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন। চৈতন্যময়, অক্ষয়, অব্যয়, অবিনাশী, অনন্ত ও অসংখ্য নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় এইরূপ চৈতন্য পদার্থই আত্মা।

এই সম্বন্ধে মহা প্রাতে অদ্বিতীয় ধীশক্তি সম্পন্ন মহামনা সক্রেটিস—প্রাচীন গ্রীকের কণ্ঠহারের একটি উজ্জ্বল রত্ন, তাহার কবরীর ভুষা গোলাপপুষ্প, যাহার সৌরভ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত, যে পুষ্প কবে ফুটিয়াছে আর শুখাইল না, যে ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে, সেইরূপ সুরঞ্জিত; সুরভিযুক্ত, যাহার মধুরিমা তখন যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে, তাহার জীবন্ত ভাব একভাবে রহিয়াছে জয়শীল ল্যাটিনের সম্মান চিহ্নস্বরূপ তমাল পত্রের শীর মুকুটের জীবন্ত ভাব ইহার সহিত তুলনা হয় না—সেই মহাজ্ঞানী তত্ত্বদর্শী সক্রেটিস তাঁহার শিষ্য আলকি বাইডিস্‌কে যে প্রকারে আমিত্ব বুঝাইয়া ছিলেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

সক্রেটিস্‌ এক্ষণ তুমি কাহার সহিত কথা কহিতেছ?
আমার সহিত না অন্য কাহার সহিত?

আলসিবাইডিস্‌। হাঁ। আপনার সহিত।

সক্রে। তবে যে ব্যক্তি কথা কহিতেছে—সে সক্রেটিস্‌!

আলসি। নিশ্চয়।

সক্রে। যে শুনিতেছে সে আলসি বাইডিস্‌।

আল। হুঁ।

সক্রে। সক্রেটিস্‌ কথা কহিতে ভাষা ব্যবহার করিতেছেনা?

আল। হাঁ ঠিক।

সক্রে। কথা কওয়া ও ভাষা ব্যবহার করা এক কি না?

আল। হাঁ। এক।

সক্রে। ব্যবহৃৎ বস্তু আর যে বস্তু ব্যবহার করা যায়, তাহারা পৃথক কি না?

আল। ইহার অর্থ কি?

সক্রে। পশু হননকারী ছুরিকা ও অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করে কি না?

আল। হাঁ। করিয়া থাকে।

সক্রে। যে ব্যক্তি ছুরিকা ব্যবহার করে, সে ব্যবহৃৎ ছুরি হইতে পৃথক কি না?

আলসি। হাঁ নিশ্চিত।

সক্রে। সেইরূপ বীণাবাদক বীণা হইতে স্বতন্ত্র কিনা?

আল। ইহাতে সন্দেহ নাহি।

সক্রে। ব্যবহৃৎ পদার্থ প্রয়োগকারী ইহাতে পৃথক কি না আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। এখন তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে তাহারা দুইটি বিভিন্ন পদার্থ।

আল। হাঁ। তাহারা স্বতন্ত্র পদার্থ বুঝিয়াছি।

একক্ষণে আবার জিজ্ঞাসা করি, কেবল কি ছুরিকা দ্বারা কাটে, না কাটিতে হস্ত ব্যবহৃৎ করিয়া থাকে।

আ। কাটিবার সময় হস্ত ব্যবহৃৎ হয়।

স। তবে এক্ষণে বুঝিতে পারিলে যে কাটিতে হস্ত ও ব্যবহৃৎ হইয়া থাকে।

আ। হাঁ। বুঝিয়াছি।

স। সেই কার্য্যে তাহার চক্ষু ব্যবহৃৎ হয় না।

আ। হাঁ। হয়।

স। ব্যবহৃৎ বস্তু ও ব্যবহারকারী ব্যক্তি ইহারা বিভিন্ন, এবিষয়ে আমাদিগের পূর্ব্বেই একমত হইয়াছে কি না।

আ। হাঁ। হইয়াছে।

স। বীণাবাদক ও হননকারী চক্ষু ও হস্ত যদ্দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করে তাহাদিগের হইতে পৃথক কি না?

আ। ইহা, বোধ হয়।

স। কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে মনুষ্যের সর্ব্ব শরীব ব্যবহৃৎ হয় কি না?

আ। হয়।

স। ব্যবহৃৎ বস্তু হইতে ব্যবহারকারী ব্যক্তি পৃথক হইতে আমাদিগেব ভিন্ন মত আছে কি না?

আ। না।

সক্রে। যদি হইতে আমাদিগেব ভিন্ন মত না থাকে, তবে মনুষ্য শরীর হইতে পৃথক পদার্থ ইহাতে আমাদিগের ভিন্ন মত হইতে পারে না।

আ। এই রূপ বিবেচনা হয়।

স। তবে মনুষ্য কি হয়?

আ। তাহা আমি বলিতে পারি না।

স। যদি মনুষ্য কি ইহার সম্বন্ধে আর কিছু না বুঝিতে পার, তোমার এই টুকু বুঝিলেই হইবে যে মনুষ্য দেহ মধ্যে থাকিয়া তাহা শরীরকে কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহাই মনুষ্য।

আ। ইহা ঠিক।

স। মন ব্যতীত শরীরকে কার্য্যে আর কেহ নিযুক্ত করিতে পারে?

আ। কেহ নহে।

স। তবে মনই মনুষ্য হইতে পারে।

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আরিষ্টোটেল কহিয়াছেন, যে মনই মানব, মানব দেহ মানব নহে।

কবিবর আর বুথ নোটের ইংরাজি কবিতা যাহা নিম্নে অনুবাদ করা হইল, তৎ পাঠে অহংয়ের বিষয় অনেক বোধগম্য হয়।

কে আমি, কিসের তরে, এলাম এখানে।
কেমনে পাইনু প্রাণ, যাব কোন স্থানে॥
অচেতন পরমাণু অন্ধ শক্তি সনে।—
মিলিয়া উদ্ভব মম করিলে ভুবনে॥
অথবা কারণ শ্রেণী ত্রয়ে সংঘটন।
জড় হতে মম কিরে হইল সৃজন॥
রক্ত মাংস ময় দেহ আমি কিরে তাই।
ধমনি শিরা যে বিনা যাতে কিছু নাই॥
ঘূর্ণিত রক্তের আমি প্রণালী কি হই।
জ্ঞান বুদ্ধি যুক্ত আমি তা ছাড়া কি নই॥
অদ্ভুত কৌশলে সেই শরীর সৃজন।
মম ইচ্ছা বশে যাহা রহে অনুক্ষণ॥
পুরাণ পদার্থ তার সদা ক্ষয় পায়
আবার নূতন ভূতে সে ক্ষয় পূরায়॥
কিন্তু যাহা আমি তাহা নাই ক্ষয় পায়।

দেহের ক্ষয়তে তার কিছু কম নয়॥
মৃত্যুতে নরের খালি দেহের পতন।
গৃহ ছাড়ি গৃহান্তরে যেমন গমন॥

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কহিয়াছেন—যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেহ নব বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ মানব মৃত্যুতে জীর্ণ স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করা হইল, তদ্দ্বারা অহং জ্ঞান বোধ হয় স্পষ্টভাবে প্রতীতি হইবার সম্ভব।' যদি তাহা পাঠ করিয়া কাহার এবিষয়ে সন্দেহ হয়, স্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারে, তাহা স্পষ্ট করিবার জন্য নিম্নে তদ্বিষয়ে আরও কিছু লেখা হইল।

যখন কেহ নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, তখন তিনি আপনাকে চিন্তা-শক্তি সম্পন্ন কতকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পান না। নরদেহ কতকগুলি ইন্দ্রিয়যুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি মাত্র। অহং এই শরীর নহে শরীরের বা কোন অঙ্গ নহে। যাহা আমি, তাহা এই শরীর বা দেহের কোন অঙ্গ হইতে পারে না কারণ আমার শরীরের পরমাণু সমূহ নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল। ইহার পুরাতন পরমাণু সমূহ নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ইহা নূতন পরমাণুতে পূর্ণ হইতেছে। অদ্য আমার, দেহ যে পরমাণুতে নির্ম্মিত, কিয়ৎ বৎসর পরে তাহার সে পরমাণু একটিমাত্র থাকিবে না। নূতন পরমাণুপুঞ্জতে পরিপূর্ণ হইয়া তাহা নব দেহ প্রাপ্ত হইব। কিন্তু আমার আমিত্বের কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না। আমি

যেরূপ, সেইরূপ রহিতেছি। অদ্য যে পরমাণু সমষ্টিতে আমার শরীর গঠিত, কিছুদিন বৎসরের পরে তাহাদিগের হয়ত একটী পরমাণু থাকিবে না অর্থাৎ আমি যেমন, সেইরূপ থাকিব, পরমাণু পরিবর্ত্তনে আমার আমিত্বের কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না।

আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোনটি নষ্ট হইলে কিম্বা আমার ইন্দ্রিয়দিগের কোনটীর বিনষ্ট হইলে, তাহাদগের অভাবে আমার আমিত্বের কিছু অভাব বিবেচনা করি না। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় থাকিলে আমাকে আমি যেরূপ সম্পূর্ণ ভাবিয়া থাকি, তাহাদিগের অভাবে আমাকে আমি সেইরূপ ভাবিয়া থাকি। অন্ধ কি খঞ্জ স্ব স্ব আমিত্ব বুঝিতে কোন কিছু ন্যূন বুঝিয়া থাকেন। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় বিহীন হইলে আমার অহং জ্ঞান থাকে তবে আমি দেহ বা দেহের কোন অঙ্গ নহি তাহা প্রমাণীকৃত হইল।

সেইরূপ আমি আমার চিন্তা সমুহ নহি। আমার চিন্তা সমুহ বহুবিধ ও বহুল। কিন্তু আমি এক ও এক বিধ। প্রতি মুহূর্ত্তে আমার চিন্তা সমুহের পরিবর্ত্তন হইতেছে কিন্তু তৎসহিত আমার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে না। আমার চিন্তা একটুমাত্র পরিবর্ত্তন হইলে তাহা আমি জ্ঞাত হইতে সক্ষম এবং তাহা যে আমা হইতে পৃথক্ তাহা স্থির করিতে সক্ষম। কেনা বুঝিতে পারে, যে তাহা হইতে চিন্তার উৎপত্তি। চিন্তা মানব সম্ভূত। চিন্তা সম্ভূত আমি নহি। যদি আমি আমার চিন্তা হইতাম তবে তাহাদিগের পরিবর্ত্তনের সহিত আমার পরিবর্ত্তন হইত ও তাহাদিগের বহুলতায় ও বিভিন্নতায় অহংয়ের

বহুলতা ও বিভিন্নতা হইত। এখন বুঝাগেল যে আমি আমার চিন্তা বা মনের ভাব নাই। চৈতন্য স্বরূপ নিরাকার আমি স্বীয় সমস্ত শরীর ও চিন্তা হইতে পৃথক হইয়া সুক্ষ্ম ভাবে শরীর মধ্যে বিরাজিত। মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি হইতে অতি অশিক্ষিত অজ্ঞ ব্যক্তি, স্বীয় শরীর হইতে আমি পৃথক বলিয়া প্রত্যয় করেও ভাবিয়া থাকে। আমার শরীর হইতে আমি ভিন্ন। আমি আমার দেহের মধ্যে গুপ্ত ভাবে রহিয়াছি। আমার মধ্যে যাহা শরীরী চৈতন্যরূপী, তাহাই আমি। যাহা, আছে বুঝিতে পারিতেছি, অথচ দেখিতে পাইতেছি না, তাহা আমি।

সংক্ষেপে আমিত্ব নিরাকার, চৈতন্যময় ও বুদ্ধি যুক্ত শরীর হইতে পৃথক। এই স্থূল শরীরের মধ্যে সুক্ষ্ম শরীর লইয়া গুপ্ত ভাবে অবস্থিত ও স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচরী ভূত।

ইতিপূর্ব্বে কেবল আমি-কে এ বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যখন স্থির হইল আমি চৈতন্যরূপী নিরাকার প্রবৃত্তিপূর্ণ পদার্থ সুক্ষ্ম ভাবে আমার স্থূল শরীরের মধ্যে অবস্থান করে, এখন তবে দেখা যাউক এই আমির পরিণাম কি।

রাসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন, পরমাণু সমষ্টি জড় জগতের একটীমাত্র পদার্থের ধ্বংস হয় না। আমরা যাহাকে ধ্বংস বলি, তাহা বিকার মাত্র। পদার্থ বিশেষ এক ভাবে গঠিত ছিল, তাহা বিকৃত হইয়া অন্য ভাবে পরিণত হয়। এইরূপ বিকার আমাদিগের নিকট ধ্বংস। যখন মানব দেহ কেবল পরমাণু সমষ্টি জড়ময় তখন ইহারও ধ্বংস নাই। মৃত্যুর পর ইহা বিকৃত হইয়া অন্যভাবে অবস্থান করে। ইহার একটী মাত্র পরমাণুরও ধ্বংস হয় না। যদি নির্জীব

ও চৈতন্য হীন জড়ের ধ্বংস না থাকে, তবে জড় হইতে উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন চিণ্ময় আত্মার ধ্বংস আছে, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে। আত্মা জড় হইতে শ্রেষ্ঠ কারণ জড়ে যে সমস্ত গুণ আছে আত্মা ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন। চৈতন্য, বুদ্ধি, সুক্ষ্মতা আত্মার গুণ, অচৈতন্য, অন্ধতা ও স্থূলতা জড়ের প্রকৃতি। প্রথমোক্ত গুণ এব শেষোক্ত গুণ এর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এ বিষয়ে কেহ ভিন্ন মত ধারণ করিতে পারেননা যদি এইরূপ নিকৃষ্ট গুণ যুক্ত জড় অবিনাশী, তবে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন আত্মা বিনাশশীল ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক।

জড় জগতের ন্যায় অন্য এক জগৎ বর্ত্তমান আছে। ইহার নাম আধ্যাত্মিক জগৎ। প্রথম জগৎ আমাদিগের ইন্দ্রিয় গোচরী ভূত বলিয়া আমাদিগের প্রত্যক্ষ। আধ্যাত্মিক জগৎ আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচরী ভূত বলিয়া আমাদিগের নিকট অপ্রত্যক্ষীভূত। মানবত্মার নিহিত গুণ সমূহের উন্নতি সাধন না হইলে, তাহা মানব সমক্ষে প্রত্যক্ষীভূত হয় না। ভৌতিক জগতের পদার্থ জড়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতের পদার্থ আত্মা। এক জগৎ অন্য জগত হইতে উৎকৃষ্ট। যদি জড় জগতের জড়ের বিনাশ না থাকে, তবে আধ্যাত্মিক জগতের পদার্থ আত্মার বিনাশ আছে ইহা অসম্ভব। পূর্ব্বে বলিয়াছি আত্মা নিরাকার, চৈতন্যরূপী ও প্রবৃত্তি পূর্ণ। যদি কেহ আত্মার এই গুণত্রয়কে সন্দেহ করেন, তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, আমরা অহংকে এই গুণত্রয় ব্যতীত অন্য কোন গুণ দ্বারা বুঝিতে পারি কি না আমরা অহংকে যে গুণত্রয় দ্বারা বুঝিতে পারি, তাহার সেই গুণত্রয় এই স্থলে উল্লেখ করিলাম।

আত্মা চৈতন্যময় নিরাকার হইল, তাহার ধ্বংস অসম্ভব। আকার হীন পদার্থের ধ্বংস, কি প্রকার সম্ভব হইতে পারে, বা চিন্ময়তা কিরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। জড়ের ধ্বংস নাই কিন্তু বিকার আছে। আকার হইতে আকারান্তর ধারণ, ভাব হইতে ভাবান্তর গ্রহণের নাম বিকার। আকার বিশিষ্ট পদার্থের বিকার সম্ভব। কিন্তু যে পদার্থের আকার নাই তাহার বিকার, অসম্ভব। যাহার আকার নাই তাহা আবার কি প্রকার অন্য আকার ধারণ করিবে। পরিমেয় রূপ সম্পন্ন পরমাণু সমষ্টি আকার। আমি আত্মাকে আকার হীন বলিলে যেন কেহ না ভাবেন যে আত্মা রূপ শূন্য। অপরিমিত পরমাণু হীনরূপ সম্পন্ন আত্মা। যদি কেহ বলেন মানব দেহ যেরূপ মৃত্যু পর বিকৃত ভাবে থাকে, সেইরূপ মানবাত্মা ও মৃত্যুর পর বিকার প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। তাহার উত্তর মানবআত্মা নিরাকার। নিরাকার পদার্থ বিকার শূন্য, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। যদি আত্মা জড়ের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হইত, তবে উহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের গোচর হইত। তাহা জড়ের ন্যায় আকার বিশিষ্ট নহে বলিয়া আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় না। এক্ষণে স্পষ্ট ভাব বুঝা গেল যে আত্মা নিরাকার। এবং নিরাকার বলিয়া তাহা নির্ব্বিকার।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে আত্মা নিরাকার বলিয়া বিকার শূন্য। বিকার শূন্য পদার্থ যথায়, যেভাবে থাকুক বিকার শূন্য। দেহ মধ্যে থাকিলেও যেরূপ তাহা বিকার শূন্য থাকিবে, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও সেইরূপ বিকার হীন থাকিবে। কারণ যাহা সত্য, তাহা সকল সময়ে একরূপ। তবে মানবের জীবিত

সময়ে দেহ মধ্যে আত্মা যে ভাবে থাকে, মৃত্যুর পর আত্মা দেহ হীন হইয়া সেই ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। আত্মার দে হীন বা দেহযুক্ত ভাবে তাহার বিকার শূন্যতা গুণের অভাব হয় না। আত্মার কোন কালে বিকার নাই। তাহা অনন্ত কাল একভাবে থাকিবে।

দ্বিতীয় গুণ আত্মার চৈতন্য। যেরূপ জড়ের গুণে অচেতনতা, যে স্থানে জড়, সেই স্থলে অচৈতন্য, সেইরূপ যেস্থলে আত্মা, সেই স্থলে চেতনতা। জড় যেরূপ অচৈতন্য ছাড়া নহে, আত্মা সেই রূপ চৈতন্য ছাড়া নহে। উপরোক্তভাবে জড় সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা এই জড় জগতে সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সে বিষয়ে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। যদি মুহূর্ত্তেক জড় অচৈতন্য হীন না হয়, তবে আত্মা চৈতন্য কেন কখন বঞ্চিত হইবে। অচৈতন্য যেরূপ জড়ের অবশ্যম্ভাবী। চৈতন্য সেই রূপ আত্মার গুণ অবশ্যম্ভাবী। অচেতনতা যেরূপ জড়ের মূলী- ভূত সংমিলিত ও জড়িত গুণ, অচেতনতাময় বলিয়া জড়, সেই রূপ চৈতন্য আত্মার প্রধান গুণ। ইহাতে তাহা সম্পূর্ণভাবে জড়িত, নিরবিচ্ছিন্ন মিলিত, তাহা চেতনতাময় বলিয়া আত্মা। জড়ের অচেতনতা যেরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সেইরূপ আত্মার চৈতন্য স্থির সিদ্ধান্ত। তাহার চৈতন্য আছে বলিয়া আত্মা। যাহা অচেতন তাহা জড়। ইহার ব্যতিক্রম অসম্ভব। জড় ও আত্মার এই প্রভেদ। জড় কখন চেতন হইবে না। ইহা অনন্তকাল অচেতন থাকিবে। সেইরূপ আত্মা কোনকাল অচেতন হইবে না। ইহা অনন্তকাল চেতন থাকিবে। আত্মা ও জড়ের সৃষ্টির নিয়ম এইরূপ। জড় অচেতন। আত্মা চেতন

যদি আত্মা কোন কালে অচেতন হয়, তবে তাহা জড় হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। তবে আত্মা ও জড়েতে কোন প্রভেদ নাই। তাহা হইলে বুঝা যায় জড় হইতে আত্মা উৎপত্তি। যদি ভৌতিক কার্য্য বিশেষ দ্বারা জড়শক্তি হইতে এক সুক্ষ্ম ভিন্নতর চেতন পদার্থ বহির্গত হইয়া কিয়ৎকাল কার্য্য করিয়া পুনর্ব্বার কারণ বিশেষে তাহার চেতনতা লুপ্ত হইয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় এই অনুমান প্রকৃত হয়, তবে বিশ্বে জড় ব্যতীত আর কিছুই নাই। অনন্ত বিশ্ব কেবল জড়ের কার্য্য। নির্জীব, প্রাণ শূন্য অচেতন জড় এই অপূর্ব্ব কৌশলময় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। সুন্দর শৃঙ্খলা ও নিয়মে তাহা আবদ্ধ করিয়া সৃষ্টির কার্য্য সকল পরিচালনা করিতেছে। ইহা অসম্ভব। জড়ে যে গুণ নাই, তাহা তাহার কার্য্য বিশেষে উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। একটি আম্র, শ্রীফল ও দাড়িম্ব একত্রে বহুদিন রক্ষা কর। কোন সময়ে আম্র কি শ্রীফল বা দাড়িম্ব হইতে পারে। কারণ বিশেষে দ্বারা যদি জড় হইতে আত্মার উৎপত্তি সত্য হইত, তবে বিশ্ব রচনায় যে জ্ঞান কৌশল দেখা যায়, সৃষ্টির কার্য্যে যে শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম প্রতিয়মান হয়, তাহা হইলে সে সকল থাকিত না। সৃষ্টির কার্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, শৃঙ্খলা নিয়ম কৌশল জ্ঞান বুদ্ধির কার্য্য। আর জড়ে সেই বুদ্ধি ও জ্ঞানের অভাব দৃষ্টিগোচর হয়! আরও দেখা যায়, তাহা চৈতন্য শূন্য জীবন শূন্য। জড় হইতে আত্মার উৎপত্তি যদি সত্য হয়, তবে যে কারণে জড় হইতে আত্মার উৎপত্তি হয়, সেই কারণ ভৌতিক কার্য্য সম্ভুত, কারণ উল্লেখিত মত সত্য হইলে জড় অনাদি ও সৃষ্টির প্রধান বস্তু। এবং তাহা হইতে এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে

এবং তাহা ভিন্ন সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন পদার্থ ছিলনা। কিন্তু সৃষ্টির কার্য্যে ভাল করিয়া আলোচনা করিলে, দৃষ্টিগোচর হয়, যে পদার্থ যেরূপ, তাহার কার্য্য তদনুরূপ হইয়া থাকে। জড়ের কার্য্য জড়ময় হয়। যাহা জড়ময় তাহা চেতনতা শূন্য হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে জড় হইতে চেতন পদার্থের উদ্ভব, অসম্ভব। সৃষ্টির কার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহা অনুভূত হয়, যে সৃষ্টির আদিতে একটি মাত্র পদার্থ ছিল। সেই পদার্থকে জ্ঞান বা বুদ্ধি যাহা ইচ্ছা হয় আখ্যা প্রদান করিতে পার। সেই পদার্থ স্বীয় তীক্ষ্ণ শক্তি প্রভাবে জড় সৃষ্টি করিয়া কৌশলে এই অনন্ত অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে। যদি বল, জড় আদি পদার্থ, বুদ্ধি তৎসম্ভূত। তবে তোমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে জড় হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি হইয়া এই অসীম শৃঙ্খলা বিশিষ্ট জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ বুদ্ধি বা জ্ঞান ব্যতীত শৃঙ্খলা বা নিয়মের উৎপত্তি অসম্ভব। যদি জড় বুদ্ধির সৃষ্টি করিতে সক্ষম, ইহা স্বীকার করা যায়। এবং বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা এই কৌশলময়, নিয়মময় ও শৃঙ্খলা ময় জগতের সৃষ্টি করিয়াছে স্বীকার করা যায় তবে তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে জড়বুদ্ধি আশ্রয় ব্যতীত জড়ের সৃষ্টি শক্তি নাই। তবে জড় প্রথম আসন গ্রহণ করিয়া ও বুদ্ধির দাস। বুদ্ধি তৎউপর প্রাধান্য প্রভুত্ব করিতে সক্ষম। বুদ্ধি তৎপ্রসূত হইয়া তৎ উপর রাজত্ব করিতে লাগিল। বোধ হয় এক্ষণে সকলে বুঝিতে পারিবে যে জড় অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। তবে বুদ্ধিকে সৃষ্টির আদি কারণ বলিতে কুণ্ঠিত হও কেন? জড় জ্ঞান রহিত অচেতন, তবে তাহা হইতে বুদ্ধি বা জ্ঞানের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব। বুদ্ধি শূন্য জড়বুদ্ধি

প্রসব করিবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব। সাহারার উত্তপ্ত নীরস বালুকা রাশি হইতে কি জলপ্লাবন হইতে পারে। যাহাতে যে গুণ নাই তাহা হইতে সেগুণ উদ্ভব হয়, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মে দেখা যায় না। অম্ল মিষ্টরস প্রসব করিতে পারে না। জড়ে বুদ্ধি নাই, অতএব তাহা হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি হইতে পারে না। তবে বুদ্ধি আদি পদার্থ প্রমাণীকৃত হইল। যাহা বুদ্ধি ময়, তাহা জড় নহে ইহাও প্রমাণীকৃত। যাহা বুদ্ধি যুক্ত তাহা চেতনতাময় ইহাও স্থিরীকৃত হইল।

আত্মার চেতনতাগুণ এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইল। বোধ হয় তাহা সকলের বোধগম্য হইয়াছে। যদি কাহার না হইয়া থাকে, তাহাকে বুঝাইবার জন্য আবার বলি, মনুষ্য এই জড় জগতে বাস করিয়া অহোরহঃ জড় দেখিতেছে। জড়ের প্রকৃতি সকলে প্রায় বুঝিতে সক্ষম। জড় যে অচেতন পদার্থ তাহা মানব মাত্রে জ্ঞাত আছে। জড়ের অচৈতন্য গুণ কেহ বোধ হয়, অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু বুঝিতে কাহার কঠিনতা নাই। জড় যেরূপ অচেতন, আত্মা সেইরূপ চেতন। যদি প্রথমোক্ত গুণ শেষোক্ত গুণ হইতে বিপরীত তথাপি যিনি প্রথমটি ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, তিনি শেষোক্তটি অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম। অচৈতন্য জড়ের আদি গুণ, অর্থাৎ জড় সৃষ্টির সহিত যেরূপ উক্ত গুণ তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, জড়সৃষ্টি ও অচৈতনতা সৃষ্টি দুই সময়ে হয় নাই প্রথমোক্ত পদার্থের সৃষ্টির সহিত এক সময়ে অবিছিন্ন ভাবে অসুক্ষ্ম পার্থক বিচ্ছেদে যেরূপ অচৈতন্যের উদ্ভব হইয়াছে। জড় হইল বলিয়া অচেতনতা হইল। সেইরূপ আত্মার সৃষ্টি হইল বলিয়া অবিছিন্ন ও

অবিভিন্ন ভাবে চৈন্যের সৃষ্টি হইল। কোনটি পূর্ব্বে বা পশ্চাতে সৃষ্টি হইল না। একের সৃজনে অন্যের সৃষ্টি হইল। জড় অচেতন। আত্মা চিন্ময়। আত্মার চিন্ময়তা স্বতঃ সিদ্ধ গুণ। এখন বোধ হয় সকলের প্রতীতি হইল।

উপরোক্ত গুণদ্বয় ব্যতীত আত্মার আর এক মহৎ গুণ আছে সেই গুণ বুদ্ধি। আত্মা এই উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন বলিয়া তাহার জড়ের উপর আধিপত্য! জড় বুদ্ধি শূন্য। আত্মা বুদ্ধি যুক্ত। তাহার উপরোক্ত গুণদ্বয় ন্যায় তাহার এই গুণ সনাতন। আত্মা বলিলে উপরোক্ত গুণত্রয় সম্পন্ন পদার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। উক্ত গুণ এর তাহার স্বাভাবিক গুণ। তাহাদিগের ব্যতিক্রম আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব নহে। সেই গুণ তিনটি আছে বলিয়া আমরা আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। নতুবা তাহার অস্তিত্ব বোধ অসম্ভব। চৈতন্যহীন বুদ্ধিহীন আকারবিশিষ্ট পদার্থ জড়। নিরাকার চৈতন্য ও বদ্ধিহীন এমন কোন পদার্থ নহে। আত্মা চৈতন্যরূপী বুদ্ধিযুক্ত নিরাকার পদার্থ। এই গুণত্রয় বিহীন কোন পদার্থে আমরা অনুভব করিতে পারে না। বা গুণত্রয় বিহীন কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। জড় স্থূল। কতকগুলি স্থূলতাময় গুণবিশিষ্ট হওয়ায় ইহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের সহজ গোচরীভূত। আত্মা সূক্ষ্ম পদার্থ। তাহার গুণ সূক্ষ্ম। আমাদিগের মনের বিশেষ উন্নতি সাধনে তাহা বোধগম্য হয়। নতুবা নহে। চৈতন্য বুদ্ধি ও নিরাকারতা গুণ বিশেষ। আধার ব্যতীত তাহাদিগের অস্তিত্ব অসম্ভব। যে পদার্থে তাহারা সমন্বিত তাহা আত্মা। জড়কে তাহারা আশ্রয় করে না, ইহা প্রত্যক্ষ। চৈতন্য ও অচৈতন্য দুইটি

পৃথক গুণ। একের সৃষ্টিতে অন্যের সৃষ্টি হয় নাই। দুইটি পৃথকভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে। একের অভাবে অন্যের উৎপত্তি হয় না কারণ চৈতন্য তাহার আশ্রিত পদার্থকে কোন কালে পরিত্যাগ করিতে পারে না। উক্ত গুণদ্বয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের স্বাভাবিকগুণ। জড়ের অচৈতন্য। আত্মারগুণ চৈতন্য। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে পদার্থ চৈতন্যরূপী তাহা অনন্ত ও লয়হীন। সুতরাং আত্মা অমর ও অবিনাশী। পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে নিরাকার পদার্থ বিকারশূন্য সুতরাং তাহা অমর। এবং সেইরূপ বুদ্ধিযুক্ত পদার্থ যে অমর তাহা ও সহজে প্রমাণ করা যাইতে পারে। তবে এই গুণত্রয় বিশিষ্ট যে পদার্থ তাহা অবিনাশী তাহা কোনরূপে সন্দেহ হইতে পারে না।

নশ্বর দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে বলিয়া আত্মা নশ্বর নহে। আত্মা এখন যেরূপ শরীর হইতে পৃথক হইয়া সেইরূপ থাকিবে। যে উপরোক্ত গুণত্রয় তাহার প্রধাণ গুণ। যাহারা আছে বলিয়া তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। শরীর হইতে পৃথক হইলে তাহার সে গুণত্রয় তাহাকে ছাড়িবে না। শরীর ও উপরোক্ত গুণ বিশিষ্ট পদার্থ পৃথক। কারণ একটি অপরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। উপরোক্ত ত্রিগুণ বিশিষ্ট পদার্থ শরীর যুক্ত হইয়া এক। তবে শরীরহীন হইয়া উপরোক্ত ত্রিগুণ অঙ্কিত পদার্থের অস্তিত্ব থাকিবে না কেন? যেমন দুই একে দুই হইয়া এক হইতে দুয়ের অস্তিত্ব পৃথক ও স্বতন্ত্র ভাবে স্থিরকরা যায়। সেইরূপ উপরোক্ত পদার্থের অমঙ্কর আমরা জড় দেহবিশিষ্ট মানবকে একভাবি। দুই হইতে দুই ভাগ করিলে আমরা পৃথক ভাবে একপাই, সেইপরূ শরীর হইতে আত্মা পৃথক

হইল তাহা স্বতন্ত্র ও পৃথক থাকে। তাহার কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিয়া কেহ যেরূপ নূতন বাস পরিধান করিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মা মৃত্যু দ্বারা এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া থাকে। দেহ যেরূপ আত্মাহীন হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, আত্মা যেরূপ দেহহীন হইয়া বিকৃত হয় না। কারণ জড় বিকার উপযোগী এবং আত্মা নির্ব্বিকার। বিকারোপযোগী পদার্থের কোন কালে বিকার আছে। নির্ব্বিকার পদার্থের কোন কালে বিকার নাই। আত্মা অমর ও নির্ব্বিকার। সেই নিমিত্ত ভৌতিক নরদেহ আত্মার অনন্ত কাল আশ্রয় স্থান হইতে পারে না। ফলতঃ বিকারশীল ভৌতিক দেহের সহিত আত্মার সম্পর্ক চিরকাল থাকিতে পারে না। সুতরাং জড়ময় দেহের পতন আমাদিগের কোন কালে হইবে। সেই ভৌতিক দেহের পতনের নাম আমাদিগের মৃত্যু।

এখন দেখাগেল, মৃত্যুর পর আত্মা বিকার প্রাপ্ত হয় না। এখন ও যেরূপ তখন ও সেইরূপ তাহা সচেতন নির্ব্বিকার ও বুদ্ধিযুক্ত ভাবে অবস্থান করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভৌতিক হইতে আধ্যাত্মিক জগৎ পৃথক। প্রথম স্থূল, অন্যটি সূক্ষ্ম। পূর্ব্বে আর ও বলা হইয়াছে যে আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। আমাদিগের সেই ইন্দিয় পরিস্ফুটতা না হইলে আমরা শেষোক্ত জগতের কিছুই অনুধাবনা করিতে পারি না। আত্মা আমাদিগের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না বলিয়া দেহত্যাগ কালে আমরা আমরা তাহা গোচর করিতে সম্ভব নহে।

এই স্থলে কেহ আর এক কথা বলিতে পারে। যদি আত্মা নির্ব্বিকার, অমর ও চিন্ময়। যদি তাহার বুদ্ধিযুক্ততা ও প্রবৃত্তি পূর্ণতা সনাতন। যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে যেরূপ মৃত্যুর পর সেইরূপ থাকে। যদি তাহার প্রীতি প্রেম ভালবাসা একভাবে থাকে, যদি তাহার স্নেহ, দয়া মমতা একরূপ থাকে এবং যদি তাহার স্মৃতি মেধা মৃত্যুর পর সেইরূপ থাকে। তবে সে কর্ম্মশীল থাকিবে, সন্দেহ নাই। যদি তাহার সূক্ষ্ম শরীর আমাদিগের স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত হয়, কিন্তু তাহার কার্য্য তাহার অতীত হইতে পারে না। ভাল আর এক কথা, মানবাত্মা যদি মৃত্যুর পর জীবিত কালের ন্যায় থাকে—তবে জীবিত সময়ে যে যাহাকে ভাল বাসিত বা স্নেহ করিত মৃত্যুর পর তৎপ্রতি তাহার কি স্নেহ ও ভালবাসা থাকে না, যদি থাকে, তবে তাহার মৃত্যুতে তাহার প্রিয়জনেরা তাহার অনন্ত বিরহে যে দারুণ শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়, কই, যদি তাহার স্মৃতিমেধা থাকিত, দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা ম[illegible]থাকিত মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার যেরূপ অবস্থা ছিল, তিনি ঠিক সেইরূপ অবস্থাপন্ন থাকিতেন, তবে তাহার সন্তপ্ত প্রিয়জনদিগকে একবার মাত্র সান্ত্বনা কই প্রদান করেন। সংসার জীবিত সময়ে যে প্রিয়জনেরা তাহার হৃদয়ের পুত্তলিকা ছিল, যাহাদিগের ক্ষনিক বিরহে তিনি কষ্ট পাইতেন, যাহাদিগের কোন রূপ কষ্ট তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অদ্য তাহার বিরহে তাহারা দারুণ যন্ত্রনায় অস্থির হইতেছে, কই, তিনি তাহাদিগের নিকট একবারও সান্ত্বনা দিবার জন্য আসেন না। যদি মৃত্যুর পর তাহার অস্তিত্ব থাকিত, যদি তাহার সেই আত্মত্ব কোমল প্রবৃত্তি পর্ণ হইত, তবে তিনি তাহার বিরহ

জনিত শোক দগ্ধ আত্মাদিগকে সান্ত্বনা না দিয়া থাকিতে পারিতেন ! ইহা সম্ভব বোধ হয় না।

ইহার কারণ অনেক আছে, তন্মধ্যে একটি স্বভাব। মৃত্যুর পর আত্মা জড় জগতের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবে না ইহা তাহার স্বভাব। স্বভাবকে ব্যতিক্রম করিয়া সে কার্য্য করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পর আত্মা অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, সংসারের নশ্বরতা তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে পারে, তাহার প্রিয়জনের শোক তাপ কষ্ট যে ক্ষণিক তাহা সে বুঝিতে পারে, তাহার প্রিয়জনেরা ও যে দুই দিন পরে অক্ষয় আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিবে ইহা ভাবিয়া তাহাদিগকে সে সময়ে সান্ত্বনা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে না।

স্বভাব ব্যতিক্রম করিবে, কাহার সাধ্য। পক্ষী অনায়াসে আকাশতলে উড়িতেছে, মানব তাহা কি পারে। আম্র বৃক্ষ আম্র প্রসব করিবে, কেহ কি কখন তাহাকে নারীকেল ফল প্রসব করিতে দেখিয়াছে। বেলা ফুটিলে যে সৌরভ [illegible] সিমুল ফুল ফুটিয়া সেই সৌরভে জগৎ মুগ্ধ করিতে পারে : বিষম রৌদ্র তাপে বায়ুমণ্ডলের কোন অংশ লঘুত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে তাহার সেই অংশ বায়ু শূন্য করিলে বায়ুর বিষম তরঙ্গ ঘোর আরবে বৃক্ষ গৃহ অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়া সাগরের জলে পর্ব্বত সদৃশ তরঙ্গ তুলিয়া বায়ুমণ্ডলের সেই অংশ বায়ুপূর্ণ করিবে ইহা বায়ুর স্বভাব কে তাহা অন্যথা করিতে পারে। মানুষ মরিয়া সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া মানবেন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত দেশে মানবের অজ্ঞাত ভাবে ছুটিবে ইহা মানব আত্মার স্বভাব। সে স্বভাবের বিরুদ্ধ কর্ম্ম মানব আত্মা কি প্রকারে করিবে। তৎবিরহে শোকার্ত্ত

রোরুদ্যমান প্রিয়জনগণকে সান্ত্বনা প্রদানে স্বভাব তাহাকে সে প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা প্রদান করেন নাই। তবে সে কি প্রকারে উহা পারিবে। যদিও মানবের মৃত্যুর পর মানবাত্মার বুদ্ধি জ্ঞান, চৈতন্য মেধা বর্ত্তমান থাকে, তথাপি তাহা স্বভাবকে ব্যতিক্রম করিতে পারে না। মানবের মৃত্যুর পর, তাহার স্রষ্টা তাহাকে যে স্বভাব বিশিষ্ট করিয়াছে, তাহা সেই স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইবে, অপরিসীম শক্তি সম্পন্ন মহীয়ান স্রষ্টা অভিপ্রায় বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে ক্ষুদ্র মানব আত্মার সাধ্য কি? তিনি তাহাকে যে স্বভাবের বশবর্ত্তী করিয়াছেন, তাহা সেই স্বভাবানুসারে কার্য্য করিবে সেই নিমিত্ত মৃত্যুর পর বুদ্ধি মেধা প্রবৃত্তি হীন না হইয়াও আত্মা মানবের অজ্ঞাতভাবে কোথায় চলিয়া যায়—তাহাকে নিমিত্ত তাহার বিরহে তাহা প্রিয়জনেরা ঘোর কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া আত্মঘাতী হইলে, তবু তাহাদিগের প্রতি ফিরিয়া চায় না। আমি এই স্থলে মানব আত্মার অমরত্ব দুই তিনটি প্রত্যক্ষ প্রমা[illegible]পিবুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি, আমি সেই সব ঘটনা সত্য, প্রিয় বন্ধুর সমীপে শুনিয়াছি।

আমাদিগের গ্রামের অনতি দূরে, চৌপা নামে এক গ্রাম আছে। সেই গ্রামের কোন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত কোন ব্যক্তি কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিতেন। তাহার স্ত্রী, মাতা, ভ্রাতা পরিবারবর্গ তাঁহার স্বগ্রামে থাকিতেন। একদা পূর্ব্বাহ্নে ১০ বা ১১ টার সময় তাহার স্ত্রী স্নানান্তে আর্দ্র বাস শুখাইতে দিয়া নিম্নতলে সোপান দ্বারা অবতরণ করিতেছেন, যখন তিনি সোপান পরম্পরা অতিক্রম করিয়া সেই অট্টালিকার দ্বিতল কক্ষের দ্বার দেশে অবতরণ করিয়াছেন, এই

সময়ে যেমন তিনি একবার অকস্মাৎ পশ্চাতে ফিরিয়া সোপানের উপর দেশে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহার স্বামীর মূর্ত্তি তাহার নয়ন গোচর হইল। তিনি তাহা প্রথমতঃ তাহারে ভ্রম বলিয়া বিশ্বাস করিলেন কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, সেইমূর্ত্তী সেইস্থলে না থাকিয়া সোপান দ্বারা নিম্ন তলে অবতরণ করিতে লাগিল, ক্রমে তাহার সমীপবর্ত্তী হইল ক্রমশঃ তিনি ভয়ে বিহ্বল হইয়া বিকট চীৎকার করত যে কক্ষে দ্বারে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন সেইদ্বারে পতিতা হইলেন। নিম্নতলে তাহার নন্দারা উপস্থিত ছিল, তাহার চীৎকার শ্রবণে তাহার নন্দারা তথায় অতিশীঘ্র উপস্থিত হইল। তাহাকে চৈতন্যহীন হইয়া পতিতা দেখিয়া তাহারা তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন,পরে তাহার সেই চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি তাহা যথাযথ বর্ণন কবিলেন। কুসংস্কার বিশিষ্টা বৰ্দ্ধ নন্দারা তাহার সেই বাক্যে বিশেষ ভীত হইল। পবে কতিপয় দিবস মধ্যে ডাক যোগে তাহারা পত্র পাইল যে, যেদিন তাহাদের বধূ উহাদিগেব ভ্রাতার মূর্ত্তি দেখিযা ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল, সেই দিন ঠিক সেই সময়ে ওলাউঠা বোগে তাহাদিগের ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে। ইহা চাক্ষুষ প্রমাণ। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী এখনও বর্ত্তমান। যদি আমার কথা কেহ অবিশ্বাস করেন, তবে তিনি উক্ত গ্রামে উক্ত বিধবার নিকট আসিয়া আমার বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান কবিতে পারেন।

সেইরূপ আর একটি ঘটনা নিম্নে লিখিত হইল ১২৮৫ সালের চৈত্র মাসে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তিনি অতিশয় বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। উক্ত ব্যক্তির গৃহে যে বিগ্রহ আছে, তিনি

তাঁহার সেবায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন। জীবিত সময়ে তীর্থ পর্যটনে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার সে ইচ্ছা সিদ্ধ হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার গ্রামবাসী কতিপয় ব্যক্তি সপরিবারে বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তাঁহার সহিত উপরোক্ত বৃন্দাবনবাসী ও বৃন্দাবনবাসিনী দিগের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। উক্ত সালের একদা চৈত্র মাসের প্রাতেঃ উপরোক্ত বৃন্দাবনবাসিনী মহিলা দিগের মধ্যে কেহ স্নানান্তে গোবিন্দজি দর্শনে চলিয়াছেন। পথি মধ্যে উক্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বৃন্দাবনবাসিনী তাহাকে অবলোকন করিয়া হর্ষ সহকারে কহিলেন, বৎস! এখানে তুমি কবে আসিয়াছ? বা এখানে আসিয়া আমাদের গৃহে যাও নাই কেন? উক্ত ব্যক্তি বলিলেন, আমি তিন দিন হইল, এখানে আসিয়াছি। কিন্তু আপনাদের ভবন কোথায় না জ্ঞাত হওয়ায় যাইতে পারি নাই। মহিলা বলিলেন তবে আমার সহিত আইস। গোবিন্দজি দর্শনের পর তোমাকে আমাদের গৃহে লইয়া যাইব। সে ব্যক্তি তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণে তৎপশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। পরে তাঁহারা উ. গোবিন্দজি দর্শন জন্য গোবিন্দজির মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। উক্ত মহিলা যখন গোবিন্দজি দর্শন করিতে ছিলেন, তখন সে ব্যক্তি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং মহিলার গ্রাম সম্বন্ধের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে ছিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহারা গোবিন্দজির মন্দিরে নানাবিধ কথাবার্ত্তা করিলেন। পরে মহিলা গোবিন্দজিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তিকে পার্শ্বে

দেখিতে পাইলেন না। প্রথমতঃ মহিলা ভাবিলেন, বোধ হয়, সে ব্যক্তি কোন কারণ হেতু মন্দিরের কোন স্থানে গিয়াছেন। সেই জন্য তিনি তথায় তাহার প্রতিগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল, সে ব্যক্তি আর ফিরিলেন না। তখন তিনি তাঁহার অনুসন্ধান হেতু মন্দিরের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিলেন। কিন্তু কোন স্থানে তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি হতাশ ও বিস্মিত ভাবে গৃহে প্রতিগমন করিয়া তাঁহার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয় বর্গের সমীপে ইহার বিশেষ বিবরণ বিবৃত করিলেন। তাহারা সকলে বৃন্দাবনের নানা স্থানে সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোথায় তাহার অন্বেষণ পাইলেন না। কিয়ৎ মাস পর কতিপয় ব্যক্তি তীর্থ দর্শন হেতু সেই গ্রাম হইতে বৃন্দাবনে গমন করেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে গোবিন্দজির বাটীর বিশেষ ঘটনা উহাদিগকে জ্ঞাত করিয়া সেই মহিলা সেই ব্যক্তির কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সালের চৈত্র মাসের প্রথমাংসে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে ইহা তাহাদিগের মুখে শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবন বাসী আত্মীয়গণ অতিশয় বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

এইরূপ আর একটী ঘটনা আমি কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর সমীপে শুনিয়াছি। তাহা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। মালদহ জেলার কোন গ্রামে এক সঙ্গতিপন্ন কৃষক বিশেষ আতিথেয় ছিলেন। সেই জন্য তাহার গৃহে সময়ে সময়ে অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইত। এক সময়ে পশ্চিমাঞ্চল হইতে এক দল অতিথি তাহার গৃহে উপনীত হয়। পরে তাহারা কৃষক দ্বারা সৎকৃত হইয়া পুরুষোত্তম তীর্থ দর্শন হেতু গমন করে। এই ঘটনার এক

বৎসর পর উক্ত অতিথির দল পুরুষোত্তম তীর্থ হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। পথিমধ্য কৃষকের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা দেখিল, কৃষক বাম হস্তে এক শুকপক্ষী ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে পড়াইতে পড়াইতে অতি দ্রুত বেগে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে চলিয়াছে। কৃষক অতিথিদিগকে অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন যে আমি তীর্থ পর্যটন হেতু বহির্গত হইয়াছি। আপনারা বোধ হয়, এক্ষনে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু আমি বাটিতে নাই বলিয়া আমার গৃহে পদধূলি প্রদানে বিরত হইবেন না। আমি আপনাদিগ দ্বারা আমার গৃহিনীকে একটী সংবাদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। যদি আপনারা সেই সম্বাদটী তাহাকে প্রদান করিয়া যান, তবে তাহার বিশেষ উপকার হয়। আমি তীর্থ যাত্রা কালে তাহাকে সে সম্বাদটি প্রদান করিতে বিস্মৃত হয়াছিলাম। অতিথিরা তাহার গৃহিনীকে সেই সম্বাদ প্রদান করিতে সম্মত হইলে, কৃষক বলিলেন, আমার তীর্থ পর্য্যটনে বহুকাল অতিবাহিত হইবে। কিন্তু আমার গৃহিনীর হস্তে এমন অর্থ দিয়া আসিতে পারি নাই, যে যদ্দারা আমার অনুপস্থিতি সময়ে আমার সন্তান সন্ততির স্বচ্ছন্দতা সহকারে ভরণ পোষণ হইতে পারে। তাহাকে কহিবেন যে আমাদিগের বড় গৃহের মেজের মধ্য স্থলে একহস্ত পরিমাণ খনন করিলে এক তাম্র পাত্রে এক সহস্র মুদ্রা পাইবে। তাহা লইয়া যেন তিনি সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণ করেন। এই বলিয়া কৃষক অতিথিদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রমুখে গমন করিল।

কিয়ৎ মাস পর অতিথিরা কৃষক ভবনে উপস্থিত হইল।

তাহারা উপস্থিত হইলে কৃষক পত্নী কাতর মনে সাশ্রু নয়নে তাহাদিগকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, ঠাকুরগণ! আমি নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় পতিত হইয়াছি। প্রায় এক বৎসর হইল কৃষক পরোলোক গমন করিয়াছেন। আমি আমার অবগণ্ড পুত্র কন্যা দিগকে লইয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছি। এক্ষণে আমার আর অতিথি সৎকারের শক্তি নাই। কৃষক পত্নীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিথিগণ বলিল, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ, কৃষকের মৃত্যু হয় নাই। কৃষক কেবল কয়েক মাস জন্য তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছে। কৃষক-পত্নী বলিল, আমি মিথ্যা বাক্য বলি নাই। কৃষকের মৃত্যু হইয়াছে কিনা তাহা গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। অতিথিগণ বলিল, আমরা গ্রামবাসীদিগকে এ বাক্য জিজ্ঞাসা করিব না। আমরা তোমাকে একটি সম্বাদ দিতেছি, তাহা যদি সত্য হয়; তবে জানিব কৃষকের মৃত্যু হয় নাই। সে কেবল তীর্থ পর্য্যটন হেতু গমন করিয়াছে। কৃষক-পত্নী সে সম্বাদ জ্ঞাত হইতে উৎসুকা হইলে, অতিথিরা তাহাকে কৃষক যাহা বলিয়াছিল, তাহা বলিল। কৃষক-পত্নী সেই সম্বাদ শ্রবণে হৃষ্ট চিত্তে বড় গৃহের মেজের মধ্য স্থল এক হস্ত পরিমাণ খনন পূর্ব্বক একটি তাম্র পাত্রে মুদ্রা প্রাপ্ত হইল। এবং অতিশয় আনন্দিত মনে অতিথিগণকে সে সম্বাদ প্রদান করিল। অতিথিগণ বলিল শ্রীক্ষেত্রের পথে তাহাদিগের সহিত কৃষকের সাক্ষাৎ হইলে কৃষক তাহাকে সেই সম্বাদ প্রদান করিতে কহিয়া ছিল। কিন্তু কৃষক-পত্নী অতিশয় বিস্মিত চিত্তে বলিলেন, প্রায় এক বৎসর কাল হইল আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। এই বাক্য তাহার প্রাপ-

বাসী সকল লোকেই পরিজ্ঞাত আছে। তাহার স্বামীর সহিত শ্রীক্ষেত্রের পথে তাহাদিগের সাক্ষাৎ কিরূপে হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অতিশয় বিস্মিত হইতেছি। অতিথিগণ কৃষক-পত্নীকে বারম্বার তাহার স্বামীর মৃত্যু সম্বাদ প্রদান করিতে শ্রবণ করিয়া সেই গ্রামবাসী অনেক লোককে সে কথা জিজ্ঞাস করিল এবং তাহাদের মুখে কৃষকের মৃত্যু সম্বাদ জ্ঞাত হইয়া বিস্মিত চিত্তে তথায় সেদিন অতিবাহন পূর্ব্বক পরদিন স্বদেশাভি মুখে যাত্রা করিল।

যদি কেহ উপরোক্ত ঘটনা সমূহ বিশ্বাস করে, তবে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে অন্য প্রমাণ প্রয়োজন করে না। তবে উপরোক্ত ঘটনা এর কেহ বিশ্বাস করিবে কিনা বলিতে পারি না, এরূপ ঘটনা সাধারণ নহে। সংসারে সকল ব্যক্তি সচরাচর এইরূপ ঘটনা দৃষ্টি গোচর করে না। কদাচিৎ এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে শ্রবণ করা যায়। যাহা সকলের প্রত্যক্ষীভূত বিষয় নহে, তাহা কেহ বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করে না। এইরূপ ঘটনা বিশ্বাসের ভিত্তি ঘটনা দর্শন কারীর সত্য শীলতা, জ্ঞান ও বিবেচনার উপর নির্ভর করে। আমি যে ঘটনা এর উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দুইটি ঘটনা দুইটি স্ত্রীলোকের দর্শন করিয়াছিল এবং তৃতীয়টী একদল পর্য্যটককে দেখিয়াছিল। তাঁহাদের সত্য শীলতা, জ্ঞান ও বিবেচনার বিষয়ে আমি বিশেষ পরিজ্ঞাত নহি। তবে এই কথা বলিতে পারি, এইরূপ ঘটনা প্রচারে তাহাদিগের কোন স্বার্থ ছিল না।

পূর্ব্বে মানবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা যদি কেহ আত্মার অমরত্ব বুঝিয়া থাকে, তবে

তিনি উপরোক্ত ঘটনা এর বিশ্বাস করুন কি না করুন, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমি কেবল উপরোক্ত ঘটনা এর আত্মার অমরত্বের অন্যান্য প্রমাণের পোষক স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছি মাত্র।

যিনি আত্মা অমর বলিয়া বুঝিয়াছেন, তিনি এক্ষণে বলিতে পারেন, মৃত্যুর পর মানবাত্মা কোথায় কি ভাবে অবস্থান করে, এবং ইহা একবার জড় শরীর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা ধারণ করে কিনা অর্থাৎ আত্মার পুনর্জন্ম আছে কি না? প্রাচীন ঋষিগণ কহিয়া গিয়াছেন যে আত্মা যত দিন না বিশুদ্ধ হইয়া মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তত দিন তাহা সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করে। এ বাক্য কতদূর যুক্তি সংঙ্গত দেখা যাক্। যদি উপরোক্ত সিদ্ধান্ত প্রকৃত হয়, তবে দেখা যাক্, যে আত্মা স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আপন স্বাধীনভাবে পুনর্ব্বার সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করে কি না? যদি আত্মা স্বভাব অনুসারে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে পরাধীন। তাহা হইলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, যে তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও ভাব নাই। যদি তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও ভাব না থাকে, তবে তাহা নিয়তির দাস। যদি তাহা নিয়তির দাস হয়, তবে তাহাকে স্বীয় কর্ম্মাকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়না। যদি তাহাকে সু ও কুকর্ম্মের ফলভোগ করিতে না হয়, তবে সৎ অসৎ কর্ম্মের প্রভেদ নাই। তবে সংসারে কেহ পাপী বা পুণ্যবান নাই। তাহা হইলে সকল কর্ম্ম ও সকল লোক সমান। যদি আত্মা কর্ম্ম ফল ভোগ করে ইহা স্বীকার করা যায়, তবে তাহা স্বাধীন অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে বা পরে, আত্মা যে কোন কর্ম্ম করে, তদ্দারা তাহা স্বাধীন ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যদি আত্মার স্বাধীন ভাবও

স্বাধীন ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা স্বাভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে না, ইহা যুক্তি সঙ্গত। যদি কেহ বলে আত্মা স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, তবে এক্ষণে দেখা যাক্ তাহা সঙ্গত কি না। মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে মানব হৃদয়ে সুখের আশা অতিশয় বলবতী। তাহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে, দেখা যায় তাহা যেকার্য্য করে, তাহা সুখলাভ হেতু। পরিণামে যে কার্য্য সুখ নাই ভাবে, প্রাণান্তে সে কার্য্যে হস্ত ক্ষেপন করে না। দুঃখে বা কষ্টে কখন না পড়িতে হয়, সেই জন্য সে সর্ব্বদা সাবধান হয়। তাহার কার্য্য দেখিয়া, বোধ হয়, সুখই তাহার কাম্য বস্তু। যে পথে গমন করিলে, সুখ পাইব ভাবে, সে সেই পথে গমন করে, প্রাণান্তে দুঃখের পথে যায় না। তবে ভ্রান্তিবশতঃ যদি সুখ অন্বেষণ করিতে গিয়া দুঃখে পতিত হয়, তাহা পৃথক কথা। মানব প্রকৃতিতে যদি সুখেচ্ছা বলবতী হয়, তবে মানব সকল সময়ে দুঃখের পথে যাইতে ইচ্ছা করে না, ইহাতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা হয়। এখন দেখা যাক্ আত্মা স্থূল দেহ হইতে মুক্ত হইয়া আর স্থূল দেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করে কিনা। আমি যাহাদিগের জন্য এই গ্রন্থ লিখিতেছি, তাহারা কেহই দ্যুলোক বাসী দেবতা নহে, বা আকাশ বাসী সিদ্ধ বা চারণ নহে। তাহারা সকলে স্থূল দেহধারী মানব। স্থূল দেহ ধারণে সুখ কি দুঃখ আছে তাহা তাহারা বেশ জানে। যে দেহ ক্ষণ ভঙ্গুর, অল্প নিয়ম ব্যতিক্রমে যাহার পতন সম্ভব। যে দেহ রক্ষা করিতে সে সর্ব্বদা যত্নশীল ও সাবধান হইয়া তাহা রক্ষণে কৃতকার্য্য হয় না। যে দেহ রক্ষা জন্য তাহাকে কত হিংস্রক জন্তুকে, ও কত বিষময় সরীসৃপ কীট ও

কীটানুসাকে পর্য্যন্ত ভয় করিয়া চলিতে হয় এবং যাহার রক্ষা জন্য তাহাকে অহরোহঃ কত প্রবল জড়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হয়। ব্যাধি মন্দির সদৃশ জড় শরীর লইয়া নানাবিধ ব্যাধিতে কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জড় দেহ ধারণে মানব সুখী কি দুঃখী তাহা মানব বেশ জানে। আত্মা দেহহীন হইয়া যে স্বপ্রকৃতি হীন হয়, ইহা বোধ হয় না। যদি তাহা না হয়, তবে মৃত্যুর সহিত তাহার বুদ্ধি মেধা স্মৃতি ও জ্ঞান লোপ হয় না। যদি তাহার বুদ্ধি মেধা স্মৃতি ও জ্ঞান লোপ না হয় তবে স্থূল দেহ ধারণে তাহার কষ্ট কি সুখ ছিল তাহার সে জ্ঞান লুপ্ত হয় না। যদি তাহার বুদ্ধি, মেধা স্মৃতি, জ্ঞান লুপ্ত না হয় তবে সে জ্ঞাত থাকে যে স্থূল দেহ ধারণ করিয়া আত্মা কখন সুখী ছিল না। তবে স্বেচ্ছায় আত্মা পুনর্ব্বার স্থূল দেহ ধারণ করে ইহা বোধ হয় না। স্বেচ্ছায় কষ্টের হস্তে আত্ম সমর্পণ করে ইহা মানব স্বভাব বিরুদ্ধ।

এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন যে যাহা আত্মার মুক্ত অবস্থা তাহা আত্মার অনন্ত সুখের অবস্থা। আত্মার যাহা মোক্ষ তাহা তাহার অনন্ত আনন্দ লাভ। মানবাত্মা অসম্পূর্ণ। মানবাত্মা যে পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইলে দুঃখের অবস্থা হইতে মুক্ত হয় তাহা সে ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হয়। বিধাতার বিধি অনুসারে আত্মা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ হইয়া মোক্ষ লাভ করে। আত্মা যত দিন না বিশুদ্ধ হইবে, যত দিন না পবিত্র হইবে, তত দিন তাহা দুঃখ ও কষ্টের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে না। আত্মা সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় অস্তিত্বের পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে, ইহা বিধাতার বিধি। আত্মার স্রষ্টার সৃষ্ট

পদার্থ। তিনি অনন্ত দয়াশীল। তিনি চিন্ময় মেধাযুক্ত আত্মা সৃষ্টি করিয়া তাহা অনন্তকাল দুঃখের হস্তে রাখিবেন, ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে। যেমন স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে অগ্নিতে বারম্বার দগ্ধ করিতে হয়, সেইরূপ স্রষ্টা আত্মাকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্থূলদেহ প্রদান পূর্ব্বক সংসারে প্রেরণ ও নানাবিধ কষ্ট প্রদান করিয়া, বিশুদ্ধ ও পবিত্র করত মুক্ত অবস্থা প্রদান করেন। এ বাক্য কতদূর যুক্তি সঙ্গত দেখা যাক্। স্বর্ণ অচেতন ও জ্ঞানহীন ভৌতিক পদার্থ। আত্মা চিন্ময় ও জ্ঞান ময় পদার্থ। দুয়ের বিশুদ্ধ করণের প্রকরণ একবিধ হইতে পারে না। এবং পূর্ব্বে প্রদর্শন করা হইয়াছে যে আত্মা মেধা যুক্ত ও জ্ঞানময় পদার্থ। জ্ঞান ও মেধা যুক্ত পদার্থ আপন অজ্ঞাত পারে স্বীয় বিশুদ্ধতা লাভ করিবে, ইহা অসম্ভব বলিয় বোধ হয়। এবং আত্মার যদি পূর্ব্ব জন্ম থাকিত, তবে তাহা জ্ঞানময় ও মেধা যুক্ত পদার্থ হই। পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি হীন হইবে, ইহা সম্ভব পর নহে। আর দেখা যায় যে কুকর্ম্মী কুকর্ম্মের স্মৃতি দ্বারা গতানুসে চনা আত্মগ্লানি ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া যত শীঘ্র উন্নত হয়, তৎ স্মৃতি হীন হইয়া তত শীঘ্র সে উন্নত হইতে পারে না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে আত্মা স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া আর স্থূল দেহ ধারণ না।

ক্রমোন্নতি বহুল প্রচার কালে পাঠকদিগকে বলিতে হইবে না যে মানবাত্মার পুনঃ জন্ম গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন! পুনঃ জন্ম যুক্তি ক্রমোন্নতি যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। তজ্জন্য এমন কোন যুক্তি দেখা যায় না। যদ্দ্বারা পুনর্জ্জন্মের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করা যায়। এমন কোন কারণ

দেখিতে পাওয়া যায় না, যদ্বারা পুনঃজন্মের প্রয়োজনীয়তা আছে বুঝিতে পারা যায়। যদি স্বভাব ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করা যায়, তবে দেখা যায় যে, অগ্রবর্ত্তীতার পুনাবৃত্তি নাই। কোন একটী পদার্থ ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয় বিকৃত হইতে পারে কিন্তু কখন তাহাকে আধার আদিত্ব বা শিশুত্ব প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না, অর্থাৎ তাহা যে আদি অবস্থা হইতে উন্নত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাহাকে সেই অবস্থাপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। তবে মানবাত্মা জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া আবার সেই স্থূলদেহ ধারণ করিবে কেন? যাহা স্বাভাবিক, তাহা একরূপ। স্বাভাবিক সমস্ত কারণে একবিধ। তবে মৃত্যুর পর আবার মানবাত্মার স্থূল দেহ ধারণ করিবে কেন?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মানবাত্মা মৃত্যুর পর অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া এক অক্ষয় অবিনশ্বর জগতে প্রবেশ করে। এক্ষণে আরও বলা হইল যে, সে আর এ জগতে ফিরিয়া আসে না। তবে তাহার অনন্ত কালের কার্য্য কি? একথার উত্তর কে প্রদান করিতে পারে? আমরা সংসারের কীট। স্বর্গের সংবাদ কি প্রকারে প্রদান করিব! ক্ষুদ্রতা প্রশস্তভাকে ধারণ করিতে পারে না। ক্ষুদ্র মানব অনন্ত স্বর্গের সমাচার কিরূপে লোকের নিকট প্রচার করিব। তবে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে সামান্য যুক্তি হয়, তদ্দ্বারা কত লোকে কত কথা বলে। কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক কহিয়াছেন যে, ঈশ্বর মানবাত্মার জ্ঞানের অতীত হইয়া অনন্ত সত্যরূপে বিরাজিত। অমর মানবাত্মা সেই সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের অনন্তকাল অন্বেষক। একথা নিতান্ত অযৌক্তিক

নহে। অনন্ত জীবন সত্য অন্বেষণ করিতে হইলে জীবাত্মার কার্য্যের শেষ নাই।

আমি কেবল পূর্ব্বে স্থূল শরীরবিশিষ্ট মানবের পরিণামসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। যে মানব স্থূল শরীর লইয়া ভৌতিক জগতে বাস করে, তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, মৃত্যু এই স্থূল শরীরবিশিষ্ট মানবের পরিণাম। মৃত্যুর পর তাহা, সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে। স্থূল শরীর ত্যাগের সহিত এই জড়ময় সংসারের সহিত তাহার সম্পর্ক শেষ হইয়া যায়।

একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক মানবকে ত্রিপদার্থের সমষ্টি অর্থাৎ স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও আত্মা এই পদার্থত্রয়ের সমন্বয়ে মানবের সৃষ্ট হইয়াছে, বলিয়াছেন। বিশেষ সূক্ষ্মতার সহিত বিচার করিলে তাঁহার যুক্তি অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মৃত্যুর পর মানবের স্থূল শরীর থাকে না। তাহা কেবল লিঙ্গ শরীরবিশিষ্ট থাকে। এক্ষণে উক্ত লিঙ্গ শরীরবিশিষ্ট মানবাত্মার পরিণাম বিষয়ে আলোচনা করা যাউক।

মানবের সৃষ্টির সহিত তাহার অমরত্ব প্রদত্ত হইয়াছে। পরম কারুণিক স্রষ্টা তাহাকে অমর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কেবল কিয়ৎ দিন ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর স্থূল শরীরে অবস্থান করিয়া স্বীয় নশ্বরতাভয়ে ভীত হইয়া থাকে। নশ্বর শরীর আশ্রয় স্বীয় অবিনশ্বরতা ভুলিয়া যায়। অবলম্বিত শরীর নশ্বর দেখিয়া আপনাকে নশ্বর ভাবিয়া থাকে। শরীর ও আত্মার অতিশয় প্রভেদ হইলে স্রষ্টার মহিয়সীর শক্তি মানব আত্মাকে মানবের স্থূল শরীরে এইরূপে সংস্থাপন করিলেন যে, আপ-

নাকে শরীর ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন প্রকারে বুঝিতে মানবের সাধ্য রহিল না। আত্মা অমর হইয়া ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বর শরীরে অবস্থান করিয়া আপনাকে নশ্বর ভাবিতে লাগিল। শরীর বিবিধ রোগের আস্পদ দেখিয়া, প্রাণী ও জড় হইতে তাহার বিনাশের আশঙ্কা দেখিয়া আপনার বিনাশ ভয়ে ভীত হইতে লাগিল। এইরূপ বিভ্রাটকারী ভাব যে তাহার ভৌতিক দেহ ধারণ হইতে উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। মৃত্যু দ্বারা মানব জড় হইতে বিমুক্ত হইয়া জড়কে আপন শাসনাধীন করিতে সক্ষম হয়। জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি ভৌতিক জগতে ভূতময় শরীর লইয়া দুর্ব্বার মত্ত হস্তী-সদৃশ দুর্ম্মদ জড়ের সহিত অহোরহঃ যে ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিল, মৃত্যুতে সে সমরের শেষ হইয়া যায়। এবং অচেতন বোধশূন্য জড় আত্মার শাসনাধীন হয়। তখন তাহার প্রকাণ্ডতা, দূরত্ব ব্যাপকতা আবরণ, গুরুত্ব, লঘুত্ব, ঘনত্ব, প্রতিবন্ধকতা, অনির্ব্বার্য্যতা, গতি, রোধ, প্রতি রোধ, শৈত্য, তাপ, কাঠিন্য, তরলত্ব আকর্ষণ বিকর্ষণ আত্মার নিকট কিছুই নহে। তখন ঘোর রব করিয়া বজ্রপাতে আত্মার ভীতির সঞ্চার হয় না। প্রবল ঝটিকা তাহাকে আর ভয় দেখাইতে পারে না। ঘোর রবে জলোচ্ছাস আর তাহার ভয়ের বিষয় নহে। অগ্নের উৎপাতে তাহার শঙ্কা থাকে না। ভূমিকম্পে তাহার হৃদকম্প হয় না। অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে আত্মা আর ব্যাকুল নহে। জলপ্লাবনে আর সে ভীত নহে। রজনীতে অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিয়া পৃথিবী হইতে তাহাদিগের দূরত্ব কত তাহা নির্ধারণ করিতে না পারিয়া বক্ষুব্ধ হইত এক্ষণে সে দূরত্ব তাহার সমীপে কিছুই নহে; ঘন ঘন

দিশ উজ্জল কারিণী প্রভায় বিদ্যুৎ মুহুর্মুহু চমকিত হইয়া তাঁহার নেত্রকে আর ঝলসাইতে পারে না। গ্রীষ্মকালীন তেজোময় রবির উগ্রমূর্ত্তি তাহার নিকট কিছুই নহে। এক্ষণে সে সম্পূর্ণ ভাবে জড়ের সম্পর্ক হইতে মুক্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন অভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া মনোরম অজড়ময় দেশে গমন করে। এই সময়ে তাহার পূর্ব্বোক্ত বিভ্রাটকারী ভাব থাকে না। তখন আত্মা স্বীয় অমরত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। কেবল জড়কে জয় করা আত্মার পরিণাম নহে। জড় হইতে মুক্তিলাভ তাহার প্রকৃত মোক্ষ নহে। যে ক্ষণ হইতে সে জড় হইতে মুক্তি লাভ করিল, সেই ক্ষণ হইতে তাহা এক উৎকৃষ্টতর কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। সে নশ্বরতা ছাড়িয়া অবিনশ্বরতা প্রাপ্ত হইল। সে আপনার চারিদিকে নশ্বরতা দেখিয়া যে ক্ষুব্ধ হইতে ছিল, তাহার সে ক্ষোভ নিবারণ হইল। তাহা আপনার অমরত্ব ও অনন্তত্ব বুঝিয়া সেই লোকের অনন্ত কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ম্ম-শীল জীব হইল। অনন্ত সত্যানুসন্ধিৎসা, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত প্রেম, প্রীতি ভক্তি ও স্নেহের উন্নতি করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্ত আধ্যাত্মিক জগৎ অনন্ত জ্ঞানের দ্বার তাহার চক্ষুর সমীপে খুলিয়া দিল। আত্মা অনন্ত জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হইল। অনন্ত জ্ঞানী স্রষ্টা আত্মার অমরতার সহিত তাহার কর্ম্মের অনন্ততার সমঞ্জস্য রাখিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। আমরা যেরূপ অমর, আমরা সেইরূপ অনন্ত কর্ম্মশীল। অনন্ত অমর জীবন নিষ্ক্রিয়,-ইহা কোন প্রকারে বিবেচনা করিতে পারা যায় না। মানব-আত্মা অমর কিন্তু তাহার কোন কর্ম্ম নাই, এবং তাহা অনন্তকাল নিষ্ক্রিয় হইয়া অলস ভাবে থাকে, যদি ইহা সত্য হয় তবে সে

অমরতায় কি সুখ আছে জানি না। যে জীবকে সংসারে সসীম জীবন লইয়া ঘোর কর্ম্মশীল দেখিলাম এবং মুহূর্ত্তেক যে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। কর্ম্ম না থাকিলে কর্ম্ম অন্বেষণ করিয়া কার্য্য করিতে যাহার প্রবৃত্তি ছিল। সেই জীব অসীমতা ও অমরতা প্রাপ্ত হইয়া অবিনশ্বর জগতে অনন্তকাল নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে? প্রকৃতি শরীরের না আত্মার। দেহহীন হইয়া মানবাত্মা কি স্বীয় প্রকৃতি হীন হয়। স্থূল দেহ ধারী মানব, শরীর প্রাপ্ত হইয়া কি তাহার প্রকৃতির বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। যে স্বভাব কর্ম্মশীলতা প্রিয়, মৃত্যুর পর তাহা কি নিষ্ক্রিয়তা প্রিয় হইয়া উঠে? তৎপরতা, উদ্যমশীলতা ও নিরালস্য হারাইয়া মানবাত্মা কি মৃত্যুর পর আলস্যের দাস হইয়া পড়ে। কর্ম্ম নাই, জীবন অনন্ত। সেই জীবনে কি সুখ আছে জানি না। কর্ম্মানুসারে প্রয়োজনীয়তা। যদি ক্রিয়া না থাক তবে মানবাত্মার অমরত্বের প্রয়োজন দেখি না।

অলস ও নিষ্ক্রিয়ভাবে অনন্ত জীবন থাকিতে হইবে, এই বাক্য স্মরণ করিলেও হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ইহ লোকে মানবাত্মার অস্তিত্ব প্রথম প্রস্ফুটিত হয়। যদি তাহার জীবনের প্রারম্ভে, তাহার কর্ম্মশীলতার এত স্ফূর্ত্তি, তবে যখন তাহার জীবন ক্রমোন্নতি দ্বারা উন্নত ও পূর্ণ হইবে তখন তাহার সেই কর্ম্মানুরাগের উন্নতি সাধন না হইয়া লুপ্ত হইবে, ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। তখন মানবাত্মা, তৎপরতা, উদ্যমশীলতা শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় তিতিক্ষা হারাইয়া আলস্যে ডুবিয়া যাইবে, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। স্থূলদেহধারী মানবাত্মা হইতে লিঙ্গদেহধারী মানবাত্মার কর্ম্মের তারতম্য হইতে

পারে। সংসারে জীব স্থূলদেহ রক্ষা করিতে তাহার যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, লিঙ্গদেহ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সে সব কর্ম্ম না থাকিতে পারে। জড় দেহ পতনের সহিত সে কর্ম্মের শেষ হইতে পারে কিন্তু উক্ত কর্ম্ম ব্যতীত তাহার কি অন্য কর্ম্ম থাকিতে পারে না। নীচ রিপু জনিত কর্ম্মের লোপ হয়, ইহা প্রার্থিত। সংসারে মানব নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বশবর্ত্তী হইয়া যে সমস্ত পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পরলোকে জীবাত্মার সেইরূপ কার্য্য না করে ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু যদি অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রীতি অনন্ত ভালবাসা, অনন্ত ক্ষমা মানবের উন্নতির পরিচায়ক হয়, তবে ত াহাতে কর্ম্মের শেষ কোথা? প্রবৃত্তি পূর্ণজীব কর্ম্ম হীন হইতে পারে, ইহা অযৌক্তিক। বৃত্তি-নিচয়ে সম্যক্ ভাব স্ফূরিত কার্য্যকরণী স্পৃহা কে মানব প্রকৃতি বলা যায়। প্রবৃত্তি পূর্ণা প্রকৃতি স্বাধীন ভাবে বৃত্তি পরিচালনার শক্তি পাইয়া নিষ্ক্রিয়া হইবে, অসম্ভব। বা তাহা নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না।

মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝাযায় মানব ক্রমোন্নতি শীল জীব এবং তাহার সেই উন্নতি অনন্ত। এবং সৎবৃত্তি জনিত ক্রিয়া সমূহে তাহারই মহত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে। যখন দেখা যাইতেছে, যে মানবোন্নতি অনন্ত এবং তাহার সেই উন্নতি ক্রিয়া সাপেক্ষ, তখন তাহার ক্রিয়ার কোনকালে লোপ কি শেষ নাই। ক্রিয়া হীন হইলে সে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। সৎপ্রবৃত্তি সমূহের উন্নতি সাধন করা তাহার উন্নতির সোপান। নিকৃষ্ট কাম রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া ঈশা যদি পৈশাচিক কর্ম্ম করিয়া যাইতেন আর এক্ষণে লোকে তাঁহাকে

যেরূপ ভক্তি বা শ্রদ্ধা করে, তাহা হইলে তাঁহাকে এইরূপ কেহ ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিত। ঈশার প্রকৃতিতে সৎ-প্রবৃত্তির ঘোর উত্তেজনা হইয়াছিল। তিনি ক্ষুদ্র সসীম মানব জীবনে দেব ভাবের পরিচয় দিয়া ছিলেন। প্রেম প্রীতি, ভালবাসা, উপ-চিকীর্ষা দয়া স্নেহ ক্ষমা ইত্যাদি সৎবৃত্তি নিচয়, তাহার প্রকৃতিতে সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তিনি ত্যাগ স্বীকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। সেই নিমিত্ত তিনি মহত্ব লাভ করিয়া সংসারে চির স্মরণীয় হইয়াছেন। চৈতন্যের প্রকৃতিতে প্রেম সমধিক উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া চৈতন্য মহৎ হইয়াছেন। সৎবৃত্তি যত উত্তেজিত হইবে, আত্মা তত উচ্চভাব প্রাপ্ত হইবে। উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবে প্রাপ্ত হওয়া মানব প্রকৃতির নিয়তি! তবে তাহার কর্ম্ম অনন্ত ও অশেষ;

যে প্রীতি, ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সৎবৃত্তিনিচয় সংসারে মানব হৃদয়ে অঙ্কুরিত ভাবে দেখা যায়, সেই সমস্ত সৎবৃত্তি সমূহ ক্রমে এক দিন বিশাল বৃক্ষ নিচয়ে পরিণত হইবে। সংসারে ক্ষুদ্র একটি পরিবার যাহার প্রীতি, প্রেম, ভালবাসার কেন্দ্র। যে কেবল এক্ষণে আপনার মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যা দিগকে ব্যতীত আর কাহাকে ভাল বাসিতে পারে না। নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীর ও প্রতি যাহার এক্ষনে ভালবাসা নাই। তাহার অনন্ত জীবনে এমন দিন আসিবে. যে দিন তাহার হৃদয়ে ভাল-বাসার উৎস খুলিয়া যাইবে। মধুর শব্দ করিয়া কলে তাহার ভালবাসা স্রোত উর্দ্ধদিকে উঠিয়া শেষে অনন্ত বিশ্ব ভাসাইয়া দিবে। নিকৃষ্ট রিপু সেবা করিয়া যে মানব অদ্য সংসার পিশাচ

সদৃশ, পরলোকে সে একদা দেবত্ব লাভ করিবে। দস্যুর হৃদয়ে একদা দয়ার চরমোৎকর্ষ্য লাভ হইবে। কুকুর সদৃশ কামুকের হৃদয় একদা শান্ত ও পবিত্র হইবে। ঘোর স্বার্থপর মানব একদা নিঃস্বার্থে ও কামনা শূন্য হইবে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে মানব হৃদয়ে সৎবৃত্তি নিচয়ের উত্তেজনাই তাহার উন্নতির সোপান। যত তাহার হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি সমূহ উন্নতি সাধন করিবে; তত সে উন্নত হইবে। কিন্তু যত সে নীচ রিপুর দাস হইবে, তত সে হীন হইতে হীনতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। তাহার দেব ভাবের অভাব হইবে। সে মানব হইয়া পিশাচ হইয়া যাইবে। তবে মানুষের কর্ত্তব্য কি? নিকৃষ্ট রিপু বশীকৃত ও সৎবৃত্তি নিচয়ের উত্তেজনা করা তাহার শ্রেয় কার্য্য। এই কার্য্য তাহার অস্তিত্বের মঙ্গলদায়ক। যদি তাহার নিজের শুভ কামনা থাকে, তবে সে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। কোন বিঘ্ন বাধা না মানিয়া হৃদয়ে সৎবৃত্তি নিচয়ের উন্নতি সাধন করিবে। পুরানোক্ত স্বর্গ ও নরক একবারে মিথ্যা নহে। পুরাণের স্বর্গ ও নরক বর্ণনার অনেক অংশ পরিত্যাগ করিয়া লইলে দেখা যায়, পরলোকে পুণ্যশীল ও পাপী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি সুখের ও শেষোক্ত ব্যক্তি দুঃখের ও কষ্টের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পুণ্যবানের হৃদয় নির্ম্মল, পাপের কালিমা বিহীন, পুণ্য ভাবে পরিপূর্ণ, অতি পবিত্র, অতি স্বচ্ছ। তাঁহাতে পশ্চাত্তাপ নাই, অনুতাপের দারুণ যন্ত্রণা নাই। মৃত্যুর পর তিনি পবিত্র কর্ম্মের স্মৃতি লইয়া, সৎপ্রবৃত্তি উত্তেজিত নির্ম্মল হৃদয় লইয়া পরলোকে প্রবেশ করেন। অমনি তৎক্ষণাৎ সৎ সদৃশ সাধু আত্মার সহবাস প্রাপ্ত হইলেন

তিনি সেই সাধু আত্মার সহবাসে হৃদয়ে প্রেম প্রীতি ভক্তি উন্নতি সাধন করিতে করিতে মনের উল্লাসে অনন্ত সত্যের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। আর পাপীর হৃদয় পাপ ভরে অবনত, স্বকর্ম্ম স্মরণে অনুতাপানলে দগ্ধ। আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় অস্থির। সংসার চির জীবন যে সকল নিকৃষ্ট বৃত্তি সমূহের দাস হইয়া যাপন করিয়াছে, সেই সকল নিকৃষ্ট বৃত্তি হৃদয়ে যুগপৎ প্রবল। সংসার নিকৃষ্ট বৃত্তির সাধনের পদার্থ ছিল, কিন্তু সে লোকে সেই রূপ পদার্থ শূন্য। হৃদয়ে ঘোর বাসনা, রিপুর ঘোর প্রবলতা কিন্তু তাহাদিগকে চরিতার্থ করিবার জন্য সেইরূপ পদার্থ নাই। এই রূপ অবস্থা কি কষ্টকর। এই অবস্থা পুরাণোক্ত নরক। ইহা অপেক্ষা আর কি কষ্টের অবস্থা হইতে পারে। কামুক হৃদয় কামের ঘোর পীড়নে উৎপীড়িত, কিন্তু কামের পরিতৃপ্তি সাধণের পদার্থ নাই তবে কামুক হৃদয়ে কি ঘোর যন্ত্রণা। পাপী মলিন, কালিমা ময় অপবিত্র কর্ম্ম স্মৃতি লইয়া কামনা পূর্ণ ও নীচরিপুতাড়িত হৃদয় লইয়া পরলোকের এমত স্থলে উপস্থিত হইল, যথায় তাহার ন্যায় পাপাত্মারা ঘোর কষ্টে কালযাপন করিতেছে। যথায় আনন্দের লেশমাত্র নাই। উল্লাসের উচ্ছাস নাই। যেস্থান কেবল হাহাকার রব, মর্ম্ম বেদনার করুণ বাক্য ও যন্ত্রণায় কাতর ও করুণ ধ্বনি দ্বারা পরিপূর্ণ।

একে সে স্বীয় পাপের স্মৃতির জ্বালায় অস্থির, আবার এমত স্থলে উপস্থিত হইল, যথায় কেবল দারুণ কষ্টের হাহাকার রব। ইহাতে তাহার কষ্ট দ্বিগুণ বাড়িল। সে সেই ক্লেশময় স্থানে নীচ রীপু পীড়নে পীড়িত হইয়া স্বকর্ম্ম স্মরণে ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিল।

জীবিত সময়ে মানব যে সকল বৃত্তির উত্তেজনা করিবে, মৃত্যুর পর তাহার হৃদয়ে সেই সকল বৃত্তি উত্তেজিত থাকিবে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সৎবৃত্তি উত্তজোনা করেন, মৃত্যুর পর পরলোকে তাহার হৃদয়ে সেই সকল প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল অসৎপ্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইহলোকে পরিত্যাগ করে, পরলোকে তাহার হৃদয়ে যুগ-পং অসৎপ্রবৃত্তি প্রবল হয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সংসার যেরূপ নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থ জন্য পদার্থ অছে, পরলোকে তাহা নাই। যে ব্যক্তি কেবল অসৎপ্রবৃত্তি উত্তেজনা করিয়া ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়া থাকে, পরলোকে সে ব্যক্তি অসৎপ্রবৃত্তি চরিতার্থ জন্য পদার্থ না পাইয়া ঘোর কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে। পরন্তু পরলোকে সৎবৃত্তি চরিতার্থ জন্য পদার্থ অধিক। তবে মানবের কর্ত্তব্য যে তিনি ইহলোকে সেই সকল বৃত্তির উন্নতি সাধন করেন। প্রীতি ভক্তি প্রেমে হৃদয়কে পূর্ণ করেন। পরো-পকারিতা শিক্ষা করেন। ক্ষমা শিক্ষার করেন। হৃদয়কে দয়ার্দ্র হইতে শিক্ষা দেন, আর নিকৃষ্ট বৃত্তিচয়কে বশীভূত করিয়া বাসনাকে জয় করিতে চেষ্টা করেন। ইহলোকে তাহার প্রথম শিক্ষার স্থান। এই প্রথম শিক্ষা স্থানে যেন তিনি তাহার প্রথম শিক্ষা শেষ করেন।

এই স্থানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন' যে পরলোক নিকৃষ্ট রিপু পরিতৃপ্তি জন্য পদার্থ নাই, কে বলিল, উত্তর যুক্তি। অনন্ত জ্ঞানময় স্রষ্টা এইরূপ বিচক্ষণতা সহকারে সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, যে সংসারে এমন একটি পদার্থ নাই, যাহার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন ব্যতীত কোন পদার্থ সৃষ্টি হয় নাই।

যে সকল কার্য্যের জন্য ভৌতিক জগতে আমাদিগের নিকৃষ্ট রিপুর সমুদায়ের আবশ্যকতা আছে, পরলোকে সেই সকল কার্য্যের প্রয়োজন দেখা যায় না। আমাদিগের প্রধান রিপু কাম। যাহার তাড়নে কত মানব কত পৈশাচিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, পরলোকে তাহার প্রয়োজন নাই, দেখা যায়। এই রিপু কেবল বংশ রক্ষা হেতু আবশ্যক। এই জড় জগতে ইহার বিশেষ আবশকতা আছে। আধ্যাত্মিক জগতে ইহার প্রয়োজন কি নিমিত্ত হইবে, বুঝা যায় না। যত দিন আমরা এই ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া এই ভৌতিক জগতে থাকিব, তত দিন কার্য্য বিশেষে নিকৃষ্ট রিপু সমূহের প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। আমাদিগের ভৌতিক দেহ পতনের সহিত ইহাদিগের কার্য্য শেষ হইয়া যায়। তবে পরলোকে এই সকল রিপু চরিতার্থ জন্য পদার্থ থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

কেহ এই স্থলে এইরূপ কথা বলিতে পারেন যে স্বভাব বিনা প্রয়োজনে কোন পদার্থ সৃষ্টি করেন নাই ইহা আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, আর যদি স্বভাব বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তবে দেখা যায় যে যে প্রয়োজন হেতু কোন পদার্থের সৃষ্টি হয়, সেই প্রয়োজন সাধন হইলে সে পদার্থের লোপ হইয়া থাকে। যদি পরলোকে মানবের নিকৃষ্ট বৃত্তিচয়েরর কার্য্যের আবশ্যকতা না থাকে, তবে মৃত্যুর সহিত কেন সেই সকল রিপুর লোপ না হয়।

এ ভাল কথা। মানব বুদ্ধিজীবি জীব। তাহার বিবেক শক্তি আছে। ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। যে নিয়মে জড় জগৎ পরিচালিত হইবে, সেই নিয়মে যদি বুদ্ধ

জগৎ পরিচালিত হয়, তবে তাহাদিগের৷ ইতর বিশেষ কোথা রহিল। প্রথমোক্ত জগৎ আপনাকে চালনা করিতে অসমর্থ। শেষোক্ত জগৎ বুদ্ধি বলে কেবল আপনাকে নহে; জড়জগৎকে চালনা করিতে সমর্থ। তবে এক নিয়মে এই জগৎ দ্বয়কে পরিচালনা করা স্বভাবের অবিচক্ষণতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহলোকে বুদ্ধিজীবি মানব আপনার প্রকৃতির নিকৃষ্ট রিপুচয়ের প্রয়োগে কোন স্থলে প্রয়োজন হয়, তাহা কি বিচার করিয়া স্থির করিতে পারে না? যদি সে এলোকে উক্ত রিপুচয়ের প্রয়োগাপ্রয়োগের স্থল নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, তবে পর-লোকে যদি তাহার নিকৃষ্ট বৃত্তি সমূহের কার্য্য অপ্রয়োজন হয়, তাহাও সে বিচার করিতে সক্ষম। যদি প্রয়োজন না থাকা তাহার মতে স্থির হয়, তবে অনন্ত ভাবে, তাহাদিগকে নিরোধ করিলে স্রষ্টার অভিপ্রায় সাধন হইল। জড়জগতে প্রয়োজনা-প্রয়োজন হেতু পদার্থ বিশেষে অভ্যুদয় ও লোপ যে নিয়মানুসারে হইয়া থাকে, সেই নিয়মানুসারে মানব প্রকৃতির বৃত্তিচয়ের অপ্রয়োজন হেতু লোপ না করিয়া বুদ্ধিজীবি মানবকে আবশ্যক মতে তাহাদিগের প্রয়োগ শক্তি প্রদান করিয়া বিচক্ষণ স্রষ্টা মানব প্রকৃতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। মানবের বিচার শক্তি রহিয়াছে, প্রয়োজনানুসারে রিপুদিগকে প্রয়োগ কি নিরোধ করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। পরলোকে নিকৃষ্ট বৃত্তির কার্য্য আবশ্যক না হইলে সে তাহা নিরোধ করিতে পারে। কেহ কি দেখেন নাই যে ইহলোকে সাধু ব্যক্তি কিরূপে নীচ রিপু নিরোধ করিয়া থাকেন। পরলোকে সমস্ত মানব সেই ভাবে নিকৃষ্ট বৃত্তি নিরোধ করিবে ইহা স্রষ্টার অভিপ্রায়।

মানব! তুমি তোমার নিকৃষ্ট বৃত্তিচয়ের বশীভূত করিয়া কামনা শূন্য হইয়া হৃদয়ে সৎবৃত্তিচয়ের উন্নতি সাধন কর। তবে তুমি একদা দেবত্বলাভ করিবে। পরলোকে উৎকৃষ্ট অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া অশেষ সুখলাভ করিবে। কেহ এই স্থলে বলিতে পারেন, কামনাশূন্য কি প্রকারে হওয়া যায়। যত দিন আমরা সংসারে থাকিব, তত দিন কিরূপে কামনা শূন্য হইব। এখানে 'আমাদিগের কাম্য বস্তু কত। স্ত্রী পুত্র ধন জন ঐশ্বর্য্য, পদ, মান,সম্ভ্রম, এত কাম্য বস্তু থাকিতে আমরা কি কামনা শূন্য হইতে পারি? এই সকল বস্তু ব্যতীত আমরা সংসারে কি প্রকারে সুখী হইব। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পরও বা আমরা কিরূপ কামনা শূন্য হইব। আমাদিগের আত্মা যখন মোক্ষ প্রাপ্ত না হইয়া কষ্টের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। তখন আমরা মোক্ষ প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কামনা শূন্য হইতে পারি না।

তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে তুমি বোধ হয় বুঝিয়াছ যে তোমার আত্মা নিত্য। তোমার ঐহিক জীবন অনিত্য। পূর্ব্বে যে সব কাম্য বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তোমাকে বলিতে হইবে না, যে তাহারা সব অনিত্য। এখন তোমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি, অনিত্য পদার্থের উপর ঘোর আসক্ত হইয়া তোমার কি সুখ লাভের আশা আছে। তোমার কাম্য বস্তু সমুহের মধ্যে যে একটি বস্তু প্রাপ্ত হইয়া কত সুখ সম্ভোগ করিতেছ, কল্য হয়ত সে বস্তুটি লুপ্ত হইবে। তখন তুমি সুখী না দুঃখী। যে স্নেহময় পুত্রের সুকুমার অপূর্ব্ব মুখ দেখিয়া কত তৃপ্তি লাভ করিতেছ, কল্য হয়ত তোমাকে শোকে সাগরে নিমগ্ন করিয়া তোমার স্নেহাস্পদ পুত্রকে কালহরণ করিবে। যে মন-

মোহিনী রমণী মূর্ত্তির মধুর লাবণ্যে তুমি একবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। যাহাকে একবার না দেখিলে তোমার মনে কষ্টের উদয় হয়। যাহার অপূর্ব্ব মনোহর বদন কমলে অনিমিখ্ নেত্রে অহোরহঃ দেখিয়া ও তৃপ্তিলাভ করিতে পার না। বীণা ঝঙ্কার সদৃশ তাহার মধুর কণ্ঠরব শ্রবণ করিলে তুমি স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ভুলিয়া যাও। যাহার মধুর লাল বিম্বাধরের বিজলী বৎ ঈষৎ হাস্য অবলোকন করিয়া তুমি আত্মহারা হইয়া পড়। তোমার সেই সৌন্দর্য্যের আধার রূপিনী হৃদয়হারিণী পত্নী সর্ব্ব-হর কালে শাসনের কি অতীত? কালের করাল ছায়া পতিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রাশি মলিন হইয়া যাইবে। তোমার মন রাজ্যের অধিশ্বরী দেবী সংসার হইতে অপহৃতা হইবে। তবে তখন তুমি দুঃখী না সুখী।

তুমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছ ধন, মান, পর ঐশ্বর্য্য চির-স্থায়ী নহে। অদ্য যাহাকে ধন শীল, ঐশ্বর্য্যশালী, মানশীল ও উচ্চপদাভিষিক্ত দেখিতেছ কল্য তাহাকে হয়ত পদহীন মানহীন ধনহীন পথের ভিখারী দেখিবে। সংসার মানবের সৌভাগ্য চির স্থায়ী নহে। অথবা তুমি যখন অচিরস্থায়ী, তখন এই সকল পদা-র্থের সহিত তোমার প্রতি মুহুর্ত্ত বিয়োগ ঘটিবার সম্ভব। তবে এই সকল পদার্থ কি প্রকারে তোমার চির সুখের আস্পদ হইতে পারে। তুমি সংসারে স্বয়ং অনিত্য। আবার এই সকল পদার্থ অনিত্য। অনিত্য পদার্থ সমুহের মধ্যে নিত্য সম্পর্ক থাকিতে পারে না। মুহুর্ত্ত-মধ্যে যাহাদিগের সহিত চির বিয়োগ ঘটিবার সম্ভব, সেই সকল পদার্থ লইয়া কি প্রকারে সুখী হইতে পার, জানি না। যখন তাহাদিগের সহিত তোমার বিয়োগ

ঘটিবে, তখন তাহাদিগের বিয়োগ জনিত দুঃখে তোমার মর্ম্মভেদ হইয়া যাইবে। তবে তুমি সেই সকল বস্তু লইয়া কি প্রকারে সুখী হইতে পার। তাহারা তোমার সুখের কারণ না হইয়া বরং তোমার চির দুঃখের কারণ হইয়াথাকে, তবে অনিত্য কাম্য বস্তুর কামনা করিয়া কি ফল। যাহাতে আসক্ত হইলে পরিণামে ঘোর কষ্ট পাইবার সম্ভব, তাহাতে অনুরক্ত না হওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ। তোমার মোক্ষের নিমিত্ত কামনা করিবার প্রয়োজন নাই। পরম কারুণিক ঈশ্বর তোমার প্রতি অতি দয়াশীল। স্বভাবের নিকট কোন পদার্থ যাচ্ঞা করিতে হয় না। যদি তুমি সৎপথাবলম্বী হইয়া হৃদয়কে পুণ্যের আধার করিতে পার, হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি সমূহের উন্নতি সাধন করিতে পার, যদি তুমি বিশুদ্ধ পবিত্র ও নির্ম্মল হইতে পার। তবে তোমার নিকট মোক্ষ অনায়াস লব্ধ। তুমি অক্লেশে মোক্ষ লাভ করিবে।

এক্ষণে, বোধ হয় সকলের বোধগম্য হইয়াছে যে মানবাত্মা অনন্ত কর্ম্মশীল, অনন্ত উন্নতি তাহার পরিণাম। তাহা কোন কালে নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না। তাহাকে মোক্ষ বলা যায়, তাহা কেবল আত্মাতে সংবৃত্তি সমূহের উন্নতি। জীবাত্মা যে স্বভাবের অভাব জনিত ঘোর দুঃখ পাইতেছিল সেই অভাবের সম্পূর্ণ অভাব। দুঃখ যাহাকে বলা যায়, তাহা কেবল স্বীয় প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা ও অসর্ব্বাঙ্গিনতা। জীবাত্মার যত স্বভাবের অভাব বিদূরীত হইবে, তত তাহা ও মোক্ষের দিকে অগ্রবর্ত্তী হইবে। যখন সম্পূর্ণ ভাবে তাহা হইতে তাহার অভাব অপসারিত হইবে তখন তাহা মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

সূক্ষ্মতার সহিত বিচার করিয়া দেখিলে পাপ ও দুঃখ এক শ্রেণীর বস্তু, এবং পুণ্য সুখ এক শ্রেণীর বস্তু বলিয়া বোধ হয়। মানব স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে ঠিক পথে চলিতে পারিলে, পুণ্য বান হয়, অর্থাৎ ঠিক পথে চলা পুণ্য। আর যদি ঠিক পথে না চলিয়া বিপথে গমন করে তবে পাপী বলিয়া খ্যাত হয়। তবে দেখা যায় যে স্বভাবের ব্যতিক্রম পাপ ও স্বভাবের অসম্পূর্ণতা দুঃখ। সেই জন্য স্বভাবের অভাব রহিত পুণ্য ও স্বপ্রকৃতির সম্পূর্ণতা সুখ। স্বীয় প্রকৃতিতে কিছুর অভাব বলিয়া আমরা দুঃখ পাইয়া থাকি। এবং সেই রূপ স্বীয় স্বভাবকে ব্যতিক্রম করিয়া তাহা অসম্পূর্ণ করতঃ আমরা পাপ করিয়া থাকি। দুইটিই স্বীয় প্রকৃতির অভাব হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। যাহারা এক মূল পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারা নিঃসন্দেহ এক ভাবাপন্ন ও এক শ্রেণিস্থ। তবে সেই নিমিত্ত পাপ ও দুঃখ, পুণ্য ও সুখ, এক ভাবাপন্ন ও এক শ্রেণিস্থ পদার্থ।

জীবাত্মা যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, পাপহীন ও দুঃখহীন হয়, সেই অবস্থা তাহার মুক্ত অবস্থা বলা যায়। তাহার মুক্ত অবস্থা আর কিছুই নহে, কেবল তাহা তাহার স্বভাবের সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির নাম। আত্মা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। যে সকল কর্ম্ম করিলে তাহার নিহিত গুণ সমূহের উন্নতি সাধন হয়, তাহাকে সেই সকল কর্ম্ম করিতে হইবে। স্বকর্ম্ম ফল দ্বারা জীবাত্মা মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই যে তাহার কার্য্যের শেষ হইল, বোধ হয় না। যখন তাহার উন্নতি অনন্ত এবং অনন্ত সত্য তাহার সম্মুখে বিরাজিত, তখন তাহার কার্য্যের কি প্রকারে শেষ হইবে।

জীবাত্মা মুক্ত হইয়া অনন্ত সত্য অনুসরণ করিবে এই তাহার কার্য্য ; তখন তাহার কার্য্য নিষ্কাম, পবিত্র ও বিশুদ্ধ। এবং প্রেম প্রীতিতে পরিপূর্ণ। তখন সে সম্পূর্ণ। ইচ্ছা শক্তি লইয়া উল্লাস সহকারে পরমাত্মা সংযোগ নিমিত্ত ব্যাকুল। সসীম অসীমে মগ্ন হইতে ব্যাকুল। সান্ত অনন্তে মিশিতে ব্যস্ত প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা পরমাত্মার সহিত বিহার করিতে জীবাত্মা ব্যগ্র। পুরাণোক্ত গোলক প্রাপ্তি আর কিছুই নহে কেবল জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত সংযোগ, জীবাত্মায় পরমাত্মায় রমণ। ইহা জীবাত্মার স্বপ্নময়ী আশা কি না জানি না, যদি জীবাত্মা সম্পূর্ণ ভাবে কোন দিন সত্য লাভ কবিতে সমর্থ হয়, যদি তহা সম্পূর্ণ ভাবে আপনাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করিতে সক্ষম হয়, যদি তাহার হৃদয়ে কোন দিন, সদ্ভাবের উৎস হয়, সত্য ভিন্ন তাহাব আর অন্য কোন অনুসরণের বস্তু না থাকে যদি তাহাব ইচ্ছা সম্পূর্ণ ভাবে পবিত্র হইয়া থাকে। প্রেম ও ভক্তিতে যদি তাহা সম্পূর্ণ ভাবে গদগদ হইতে পারে তবে তাহা পবিত্রতা সহকারে ইচ্ছা শক্তির সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া প্রেম ও ভক্তি বিগলিত হৃদয় লইয়া সেই প্রেমময় দয়াময় সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কারলাভ করিতে পারিবে ইহা সম্ভব। যদি তাহা না পারিবে, তবে তাঁহার সৃষ্টির প্রয়োজন কি ছিল। তবে এরূপ আশা হৃদয়ে কে দিতে বলিয়া ছিল। তবে হৃদয়ে অতৃপ্তিময়ী বাসনা, যাহা কিছুতেই পরিতৃপ্তি লাভ করে না, তাহাকে কে সৃষ্টি করিতে বলিয়াছিল। তবে হৃদয়ে তাহার প্রাণের সেই সুগুপ্ত লালসা যাহা কিছুতেই পূর্ণ হয় না তাহা তাহার হৃদয়ে কে স্থাপিত করিতে বলিয়াছিল। সাধ দিয়া, আশা দিয়া বাসনা

দিয়া যদি সে বাসনা পূর্ণ না করিবে, তবে স্রষ্টা এ সব সৃষ্টি কেন করিয়াছিলু। যদি জীবাত্মার প্রণের অতৃপ্তি অনন্ত হয়, তবে তাহার মোক্ষ কোন কালে নাই। জীবাত্মার হৃদয়ে বাসনা যে বড়, তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, পরমাত্মন্। তোমাকে হৃদয়ে সে একবার ধারণ করে.একবার প্রণের প্রাণকে প্রাণে লইয়া আত্মার আত্মাকে আত্মাতে লইয়া, তাহার প্রাণের সমস্ত আশা, সমস্ত বাসনা সমস্ত সাধ মিটাইয়া লয়। তুমি এস, একবার হৃদয়ে এস, এই তাহার বাসনা। প্রাণের প্রকৃত কাম্য বস্তু লাভ করিতে না পারিলে বাসনা কি পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে। তুমি যে জীবাত্মার প্রকৃত কাম্য বস্তু, তোমাকে না পাইলে সে কি প্রকারে সুখী হইবে। এস,সেই নিমিত্ত সে ক্ষণে ক্ষণে বলে এস, এস, হৃদয় নাথ হৃদয়ে এস, তোমাকে হৃদয়ে লইয়া হৃদয়ের সমস্ত আশার সুসার করি। তোমাকে হৃদয় রূপ বৃন্দারণ্যে লইয়া রাস-লীলা করি। আমার সমস্ত কামনা ও বাসনার শেষ হইয়া যাউক। আমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ। এস, দুই জনে মিলিয়া বিহার করি। এস প্রাণে প্রাণে এক হইয়া যাই। তবেইত সাধ মিটে। তাহা না হইলে বাসনা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে কেন? আমি প্রকৃতি, তুমি পুরুষ। এস, প্রাণ নাথ, এস দুই জনে মিলিয়া এক হইয়া যাই। যদি দুই জনে মিলিয়া এক হইতে না পারি, তবে মিলনে সুখ কিসে, দেব। ভালবাসা যদি ভালবায় মিশিয়া এক স্রোতে বহিতে না পারে, তবে সে ভালবাসার সুখ কোথা। প্রেমিকেরা যদি একাত্ম হইতে না পারে, তবে প্রেম কি সুখ আছে। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার সহিত এক হইতে না পারিলে, আবার বিয়োগের সম্ভব। আবার

বিয়োগ জনিত কষ্টে হৃদয় ত দগ্ধ হইবে। আবার প্রাণ অশেষ যন্ত্রণায় অস্থির হইবে। আবার বিরহের বিষম তাপে মন প্রাণ কাতর হইবে। যে সংযোগে বিয়োগের সম্ভব, যে মিলনে বিরহের সম্ভব, সে সংযোগে ও মিলনে সুখ নাই। পরমাত্মন্! জীবাত্মা সে সংযোগ চায় না, যে সংযোগে আবার তোমার সহিত তাহার বিয়োগের ভয় আছে! তোমার নিত্য সংযোগেই মোক্ষ। জীবাত্মা তোমার সেই নিত্য সংযোগ চায়। সে তোমাকে অনন্ত কাল হৃদয়ে ধারণ করিতে চায়। তাহার আশার, কামনার বাসনার একবারে অনন্তকাল জন্য পরিতৃপ্তি করিতে চায়। প্রাণেশ্বর! জীবাত্মার এই কামনা পূর্ণ কর।

জীবাত্মা! যদি তুমি হৃদয়ে অনন্ত তৃপ্তি চাও, যদি অনন্তকাল জন্য সুখে নিমগ্ন হইতে চাও। যদি তুমি পরমাত্মার সহিত গঙ্গা যমুনার ন্যায় মিলিত হইয়া এক স্রোতে বহিতে চাও। তবে সত্যের দিকে ধাবিত হইবে, যত তুমি সত্যের দিকে ধাবিত হইবে তত তুমি উন্নত হইবে, তত তুমি বিশুদ্ধ হইবে। তত তোমার হৃদয় পবিত্র হইবে। তুমি ক্রমে বিশুদ্ধ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া পবিত্র হইতে পবিত্র হইয়া নির্ম্মল হইতে নির্ম্মল হইয়া অতি বিশুদ্ধ, সত্য স্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ পূর্ণ জ্ঞানী প্রেমময় মহান্ স্রষ্টার প্রতি আসক্ত হইবে। তোমার হৃদয়ের মূঢ়তা ও অজ্ঞানতা জনিত ঘোর তমোরাশি দূর হইয়া যাইবে। দিব্যজ্ঞানের অপূর্ব্ব জ্যোতি তাহাতে বিকীর্ণ হইবে, তোমার ভ্রম প্রমাদ আর থাকিবে না। তুমি আর তখন বলিতে পারিবে না যে এই অপূর্ব্ব বিশ্ব জড়শক্তির রচনা। তখন আর তুমি অন্ধ জড় শক্তিকে সৃষ্টির আদি কারণ স্বীকার করিয়া তাহার আদি জ্ঞান

শূন্য। প্রেম শূন্যতা ভালবাসা শূন্যতা দয়া ও ন্যায় শূন্যতা রূপ অন্ধকারে আবৃত্ত করিতে চাহিবে না। তুমি দিব্যজ্ঞানের আভাস মাত্র প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত জ্ঞান লাভে ব্যাকুল হইবে।

ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ। জীবাত্মার জ্ঞান অল্প ও সসীম। ক্ষুদ্রতা বৃহত্ত্বের অংশ। তবে জীবাত্মার অনন্ত জ্ঞান লাভ অনন্ত কাল সাপেক্ষ। যদি অনন্ত জ্ঞান তাহার মুক্তির দ্বার স্বরূপ হয়, তবে তাহার মুক্তি লাভ অতি দূরবর্ত্তী। কিন্তু অনন্ত মত্তভাবে অনন্ত সত্যে মগ্ন হইয়া অনন্ত কাল সত্যের অনুসন্ধান করা যে কি সুখ তাহা লেখনী মুখে ব্যক্ত করা যায় না। যে সুখের শেষ আছে, সে কি সুখ? যে আনন্দের সীমা আছে, তাহা কি আনন্দ? অল্পক্ষণ পরে শেষ হইয়া যাইবে, এই ভাবনা স্বত্ত্বে যে আনন্দ লাভ করা যায়, সে আনন্দে কি সুখ আছে। যে আনন্দ অনন্ত, অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র, তাহাই আনন্দ। যাহা মন্থন করিলে, আনন্দামৃত ভিন্ন আর কিছুই উঠিবে না, তাহাই আনন্দ। অনন্ত আনন্দ সম্ভোগই মোক্ষ, আবার সেই নিমিত্ত বলি, জীবাত্মা যদি মোক্ষ প্রয়াসী হও, তবে সত্যের দিকে ধাবিত হও। ছোট, নক্ষত্র বেগে সেই দিগে ছোট, তবে তুমি বড় হইতে বড় হইবে, উচ্চ হইতে উচ্চ হইবে। যদি নিরবছিন্ন আনন্দ স্রোতে ভাসিতে চাও, তবে সত্যের দিকে ধাবিত হও। যদি তোমার ক্ষুদ্র ও অল্প জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানরাশিতে মিশাইতে চাও, তবে অনন্ত সত্যের অনুসরণ কর। যখন সত্য ভিন্ন তোমার লক্ষ্য আর কিছু না হইবে। যখন সত্য ভিন্ন তোমার চক্ষু আর কিছু দেখিবে না, যখন সত্য অনুসরণই তোমার কার্য্য হইবে। তুমি একাগ্র মনে সত্য লাভের জন্য

বগ্র হইবে। তখন জানিবে তোমার প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। তখন তুমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উঠিবে। উচ্চ হইতে উচ্চ স্থানে উঠিবে। তখন তোমার স্থিতি তোমার স্রষ্টার সহিত এক সরল রেখান্বিত হইবে।

স্রষ্টার মধুরিমাময় শুভ্র ও বিমল জ্যোতি সবল ভাবে তোমার আত্মাতে প্রতিভাত হইবে। সেই মধুর জ্যোতিতে তুমি উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইবে। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির অপূর্ব্ব প্রতিভা কুণ্ডলাকারে মধুর, নয়নানন্দ দায়ক অপূর্ব্ব ছটা তোমার আত্মা হইতে বহির্গত হইবে। তাহার শোভা অতি মনোহর। সে শোভার উপমা চন্দ্র, নহে। কিম্বা পার্থিব কোন পদার্থ সে শোভার উপমা হইতে পারে না। যাহা স্বর্গীয়, তাহা এ সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমি কুণ্ডলাকারে ছটা বাহির করিয়া তীব্র বেগে সেই জ্যোতির জ্যোতি সত্যের সত্য আনন্দের আনন্দ স্বরূপ মহান্ হইতে মহান্ জ্ঞানী হইতে জ্ঞানী নির্ম্মল হইতে নির্ম্মল পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের দিকে ছুটিবে, আর সুখের আনন্দে মত্ত হইবে। সে যে কি সুখ, তাহার কি উপমা আছে? তাহার কি সীমা আছে? সুখে আনন্দে মত্ত হইয়া শুভ্র জ্যোতিতে বিভূষিত হইয়া জীবাত্মা তুমি উঠিবে। উঠিতে উঠিতে কোথায় উঠিবে, স্থূলে দেহধারী মানব তাহা বুঝিতে অক্ষম, উঠিতে উঠিতে সম্পূর্ণ পবিত্রতা অধিকার করিবে। সম্পূর্ণ প্রেম প্রীতি ভাল বাসা লাভ করিবে। অনুরাগের প্রগাঢ়তা হৃদয়ে ঘনীভূত হইবে তখন তুমি দেবতা হইবে। তুমি যে একদা সংসার কীট ছিলে, নীচ রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া পৈশাচিক কর্ম্মে রত ছিলে। তোমার নীচাশয়তা ছিল, তুমি ঘোর স্বার্থপর ছিলে,

পরোপকার হেতু সামান্য স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে হইলেও তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইত, নিঃস্বার্থ ভাব কাহাকে বলে জানিতে না। ঈর্ষ্যা দ্বেষ ও অসূয়াতে তোমার হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল, নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্ট হৃদয় লইয়া, সংসারকে সর্ব্বস্ব জানিয়া ও জড়তাতীত বিষয়ে জ্ঞানহীন হইয়া তুমি যে পৃথিবীতে হীন ব্যাধের ন্যায় বিচরণ করিতে তখন তোমাকে দেখিয়া কেহ ভাবিতে পারিবে না। তখন তোমার হৃদয় শান্ত, পবিত্র ও নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে, তোমার লিঙ্গ শরীর শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ ও স্বর্গীয় সৌরভ নির্গত করিয়া অনন্তানন্দ লাভ হেতু পরানন্দ স্বরূপ পরম পুরুষ সন্দর্শন জন্য ধাবিত হইয়াছে। তখন তোমার গতি কাহার সাধ্য রোধ করে। আমরা সংসারের জীব। এবং আমরা স্থূলতাময় সংসারে বাস করিয়া স্থূলতাময় দর্শনশালী। আমাদিগের সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই। আমরা এই স্থূলতাময় জগতের বিষয় ব্যতীত আর যে কোন সূক্ষ্ম জগৎ আছে, তাহাও বুঝিতে সক্ষম নহে। তবে আমাদিগের আত্মা যে কত দূর উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহা বুঝিতে কি প্রকারে পারিব। জীবাত্মা কোথায় কোন স্থানে উঠিয়া যায়, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আমরা হীন বুদ্ধি মানব, তাহা বুঝিতে পারি না বলে কি জীবাত্মার উন্নতি নাই। ইহার উন্নতি অনন্ত। কেবল মোক্ষ ইহার শেষ ভাগ্য নহে, মোক্ষ দ্বারা ইহা ত্রিবিধ তাপ হইতে মুক্ত হয় মাত্র। কিন্তু জীবাত্মার সৃষ্টি কেবল মোক্ষলাভ হেতু নহে। ইহার সৃষ্টি স্রষ্টার আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন হেতু বোধ হয়। তজ্জন্য জীবাত্মা উঠিবে, উচ্চ হইতে উচ্চস্থানে উঠিবে।

প্রেমের উৎস হইয়া সমস্ত বিশ্ব প্রেমরসে প্লাবন করিবে।

ভালবাসার কেন্দ্র হইবে। বিশুদ্ধ ও পবিত্র জীবের আবার হইবে, সে যে কি আনন্দ উপভোগ করিবে, মানব তাহা কল্পনা করিতে পারে না। বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ও পবিত্র ও শুভ্র জ্যোতিতে বিভূষিত হইয়া জীবাত্মা কোথায় উঠিবে, উঠিত উঠিতে কি কি অপার আনন্দ উপভোগ করিবে, তাহা মানব লেখনী কি লিখিবে। জিবাত্মার সেই সময়ের ভাব মানব আরও বর্ণিতে অক্ষম। তবে তাহার লেখনী তদ্বিষয়ে কি লিখিবে। পবিত্র ও বিশুদ্ধ হইয়া মানবাত্মা উঠিয়া চলিল, ব্যগ্রভাবে সত্যের দিকে ধাবিত হইল, প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণ জন্য প্রাণারাম পরমেশ্বরের সামীপ্য লাভ হেতু আকুল হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ পরমাত্মা বিমল প্রীতি বর্ষিত হইল। তাহা ঈশ প্রেমে মত্ত হইয়া অতুল সুখে তৎপ্রতি ধাবিত হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইল, মানব আর তাহা দেখিতে পাইল না। তবে আমি আর তদ্বিষয়ে কি লিখিব। আমার লেখনী নীরব ও নিস্তব্ধ হইল। ইতি—

সম্পূর্ণ।

ভ্রম সংশোধিনী।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধিত পাঠ
১	১০	প্রাগালভতা	প্রগল্‌ভতা
[illegible]	৯	স্থুল	স্থূল
ঐ	২২	উল্লিখিত	উল্লেখিত
৪	১৬	মুখসেব্য	স্থখসেব্য
৫	১৯	'না' শব্দের পর	?
৭	১	বীর্যবান	বীর্যবানও
৮	৫	তদ্দারা	তদ্দ্বারা
৯	১৬	সকল	কল
১০	১১।১২	মনোরাথ	মনোরথ
ঐ	১২	ক্ষুরকর	ছুরিকায
ঐ	২১।২৩	স্রেষ্টা	স্রষ্টা
১১	১	জগৎ	জগতে
ঐ	৪।১৪।১৬।২০	স্রেষ্টা	স্রষ্টা
ঐ	[illegible]	ভোজবাজী	ভোজবাজী ?
ঐ	৬	অচিন্তনীয	অচিন্ত্যনীয়
১২	৩	বিশ্ব স্রেষ্টা	বিশ্ব স্রষ্টা
ঐ	১৭	সর্ব্বাবেক্ষা	সর্ব্বাপেক্ষা
১৩	২১	চতুরাণন	চতুরানন
১৪	১৩	পারায়	পারিয়া
ঐ	২৪	আপনার	আপনি
১৫		গেলেন	গেলে
১৫	১৫	বুদ্ধির	বুদ্ধির
১৬	৬	সসীম	সসীমও

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধিত পাঠ।
১৬	২০	ভগষ্টারের	ডগষ্টারের
১৭	২	পঞ্চ	অষ্ট
১৮	১২	সেহ	সেই
১৯	২	মনুষ্যের	মনুষ্যের স্বাভাবিক
ঐ	২২	সমুহ	সমূহ
২০	১	প্রথা	প্রমা
ঐ	২।৩	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
ঐ	৩	যখন	যখন যে
ঐ	৬	অদ্ভুত	অদ্ভূত
ঐ	৭	যে	যাহা
ঐ	১২	উন্মত্ত	উন্মত্তের
ঐ	১৪	পৃধক	পৃথক
২০	১৫।১৬	সুক্ষ্মতামযয	সূক্ষ্মতাময়
ঐ	১৬	সুক্ষ্মতাময়	সূক্ষ্ম
ঐ	২০	উপায়	উপায এবং
ঐ	২০	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
২১	৬	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
ঐ	১৬	বুঝিত	বুঝিত কিন্তু
ঐ	২২।২৩	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
২২	১	জাৎ	জগৎ
ঐ	৫	বাহ্যজাৎ	বাহ্য জগৎ
ঐ	৫	আমি কে	আমি কে"
ঐ	৪।১৯	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
২৩	৯	কষন	কখন
২৪	৭	ক্ষন	ক্ষণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধিত পাঠ।
২৪	১০	ছুটীবে	ছুটিবে
২৬	১২	বস	বল
ঐ	১৯	প্রয়োজনীয়	প্রয়োজন
ঐ	১৭	কে	যে
ঐ	২২।২৩	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
২৭	৩	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
ঐ	৫	ভ্রান্ত	শ্রান্ত
ঐ	১৯	করিতেছেন	করিতেছে
ঐ	১৮	পর্শেন্দ্রিয়	স্পর্শেন্দ্রিয়
ঐ	২১	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
ঐ	২৩	সুক্ষ্মদর্শী	সূক্ষ্মদর্শী
ঐ	২৪	সংখ্য	সাংখ্য
২৯	৪	প্রাতে	প্রান্তে
ঐ	৫	সক্রেটির	সক্রেটিস্
ঐ	৬	ভুষা	ভূষা
ঐ	৯	মুধুরিমা	মধুরিমা
৩১	১১	হইতে	ইহাতে
,,	১৪	হইতে	ইহাতে
৩২	২০	অন্তস্তু	অন্তস্থ
৩৩	৬	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
,,	১৭	মহে	মহে বা
,,	১৯	সুমূহ	সমূহ
,,	২৩	হইয়া	হইয়াথাকে
৩৪	৭	কোনটী	কোনটি
ঐ	১২	থাকে	থাকে ?

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধিত পাঠ।
২৮	১৪	ব্যতিবিষ্ট্যো	ব্যতিরিক্তোহ
৪৯	১৫।১৬।১৭	সুমুহ	সমূহ
৩৫	৩।১১।১৫	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
,,	১৭	রাসয়নবিৎ	রসায়নবিৎ
৩৬	৫	সুক্ষ্ম।	সূক্ষ্মতা
,,	৬	গুনএর	গুণ
,,	৬	গুণএব	গুণের
,,	১৪	সুমুহ	সমূহ
৩৮	৬	গুনে	গুণ
৩৯	৫	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
ঐ	১৪	শ্রীফল বা	শ্রীফল
ঐ	ঐ	পাবে।	পারে ?
ঐ	১২	শূন্য	শূন্যও
৪০	১৯	প্রভুত্ব	প্রভুত্ব
,,	২৬	রহিত	রহিতত্ব
৪১	২১	অসুক্ষ্ম	অসূক্ষ্ম
৪২	১০	এব	এর
ঐ	১৪	নহে	নাই
ঐ	১৬	পাবে	পারি
৪৩	২২	সেইরূপ	সেইরূপ আমরা
ঐ	২২	পদার্থের নামকব	গুন সমম্বিত
৪৪	৩	যেরূপ	সেরূপ
৪৪	১০	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
ঐ	২১	ইন্দিয়	ইন্দ্রিয়
ঐ	ঐ	পবিষ্ফূর্তা	পরিস্ফুটিত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধিত পাঠ।
৪৫	৬	স্মতি	স্মৃতি
৪৫	৭	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
,,	১৯	ক্ষনিক	ক্ষণিক
৪৭	৬	করিয়াছে	করিয়াছেন
,,	৭	স্রষ্টা	স্রষ্টার
৪৮	৪	মুর্ত্তী	মূর্ত্তি
,,	৬	ক্রমশঃ	তখন
৪৯	১৩	বদ্ধ	বন্ধ
৫০	২	স্থামে	স্থানে
,,	১৮	একটী	একটি
৫১	২	পথিমধ্য	পথিমধ্যে
,,	৮	বাটিতে	বাটীতে
,,	১১	সম্বাদটী	সম্বাদটি
,,	১৬	ত্রয়	হইবে না
,,	১৭	এর	ত্রয়
,,	১৯	তৃতীয়টী	তৃতীয়টি
৫৫	৮	ক্ষেপন	ক্ষেপণ
৫৭	৮	জ্ঞাতময়	জ্ঞানময়
,,	১১	অজ্ঞাত পারে	অজ্ঞাতসারে
৫৮	৩	পুনারৃত্তি	পুনাবৃত্তি
,,	৫	ক্ষুগ্রতা	ক্ষুদ্রতা
,,	১১	প্রশস্তভাবে	প্রশস্ত ভাবকে
৬০	১০	আবর	আবরণ
	১৭	সংজ্ঞার	সঞ্চার
৬১	৬।১৬	বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী.